২৭ মার্চ ২০২৬

আনন্দলোক



ধুরন্ধর-এর পৃথিবীতে

কীভাবে তৈরি হল এই মহাকাব্যিক আখ্যান? বলিউডে ইতিহাস সৃষ্টিকারী ‘ধুরন্ধর’-এর রাজনীতির পাশাপাশি প্রকাশ্যে এল বাস্তব চরিত্ররা

অস্কার ২০২৬ ● সাক্ষাতে: কপিল দেব, শ্রাবন্তী, আরমান মালিক ● ফ্যাশন উইক

ছোট পর্দার তারা সাইনা চট্টোপাধ্যায়

আনন্দলোক

March 27, 2026

আরও আনন্দ

আরও আনন্দ

সূচিপত্র

কভার ড্রাইভ

আরও আনন্দ

আনন্দলোক

‘ধুরন্ধর’-এর পৃথিবীতে

কীভাবে তৈরি হল এই মহাকাব্যিক আখ্যান? আদিত্য ধর কি আদতে একটি প্রোপাগান্ডা ছবি বানিয়ে ফেলেছেন? ‘ধুরন্ধর’-এ কীভাবে এল বাস্তব জীবনের চরিত্ররা? ভারতীয় সিনেমার জগতে রীতিমতো হইচই ফেলে দেওয়া এই ছবির নেপথ্যের পৃথিবী বড়ই মজাদার। তাতে রাজনীতি যেমন রয়েছে, রয়েছে পক্ষপাতিত্বও, যা নেওয়া হয়েছে ভীষণ সূক্ষ্ম ভাবে। লিখেছেন সায়ক বসু

সায়ক বসু

27-Mar-2026, 12:01AM



*ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

এই লেখা যখন প্রেসে যাচ্ছে, তখন ‘ধুরন্ধর ২’ মুক্তির চার দিন পরে (পেড প্রিভিউ ধরে), গোটা দেশ থেকে ৫৪২ কোটি টাকা রোজগার করে ফেলেছে! আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে রোজগারের অর্থ ১৪৯ কোটি টাকা। মোট, ৬৯১ কোটি টাকা! মনে করা হচ্ছে, এক সপ্তাহের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী ১০০০ কোটি টাকা রোজগার করে ফেলবে এই ছবি।



শুটিংয়ে পরিচালক আদিত্য ধর ও রণবীর সিংহ

গত ডিসেম্বর মাসে আদিত্য ধর পরিচালিত, রণবীর সিংহ অভিনীত এই এসপায়োনেজ থ্রিলারের প্রথম পর্ব প্রায় ১৩২০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল! বোঝা যাচ্ছে, এই দ্বিতীয় পর্ব অবলীলায় সেই রেকর্ড ভেঙে দেবে। যদিও শুধু অর্থ দিয়ে একটি ছবির ভাল-মন্দ বিচার করা উচিত নয়, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, গত ডিসেম্বর মাস থেকে ‘ধুরন্ধর’ জ্বরে আক্রান্ত গোটা দেশ।



সারা অর্জুনের সঙ্গে রণবীর

পাকিস্তানে ভারতীয় গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ এবং সেখান থেকে বিরাট সময়সারণি বেয়ে যেভাবে ছবির সঙ্গে দেশের উগ্রপন্থী আক্রমণের পাশাপাশি রাজনীতি ও গ্যাং ওয়ারের আসল কলাকুশলীরা জড়িয়ে গিয়েছেন, তার রেশ পড়েছে দেশের বাইরেও। এক দল বলছেন, ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম সেরা ছবি 'ধুরন্ধর ২'। আর এক দলের বক্তব্য, বিজেপি সরকারের 'নির্লজ্জ' প্রোপাগান্ডা এটি।



‘ধুরন্ধর’ ছবির একটি দৃশ্যে দানিশ ও রণবীর

নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে ন্যাশনাল সিকিয়োরিটি অ্যাডভাইসর অজিত ডোভাল এবং ‘র’-এর কার্যকলাপ নিয়ে। আর পাকিস্তানে? ভাইরাল কিছু ভিডিয়োতে (সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে যদিও) দেখা যাচ্ছে, লিয়ারি শহরে টনক নড়েছে পুলিশের। ভারতীয় স্পাই খুঁজে বের করার হিড়িকে শুরু হয়েছে ছানবিন। এবং লিয়ারির নাবিল গাবোল নামের যে রাজনীতিবিদ কিছুদিন আগে পর্যন্ত ‘ধুরন্ধর’-এর গান ব্যবহার করে রিল বানাচ্ছিলেন, তিনি রীতিমতো চুপ করে গিয়েছেন (জামিল জামিলির চরিত্রটি তাঁকে ভেবেই তৈরি করা)। এমনকি, ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদির একটা বক্তব্য পর্যন্ত ভাইরাল হয়েছে যে, পাকিস্তানে আর কাউকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস করা যাবে না।

রাজনীতি ও ‘ধুরন্ধর’



‘ধুরন্ধর’-এ অর্জুন রাম পাল ও রণবীর



পরিচালকের কাছ থেকে শট বুঝছেন অক্ষয় খন্না ও সঞ্জয় দত্ত

কিন্তু প্রশ্ন হল, একটি ছবি বানিয়ে কী এমন করলেন আদিত্য ধর, যা নিয়ে এত হইচই পড়ে গেল গোটা দেশে? আদিত্য এর আগে ‘উরি’ বানিয়েছিলেন। ২০১৯ সালে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির উপর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে তৈরি ছবিটি সমাদৃত যেমন হয়েছিল, সমালোচিতও হয়েছিল। তারপর আদিত্য ছয় বছর সময় নিয়েছেন। মাঝে ‘ইমমর্টাল অশ্বত্থামা’ নামে তাঁর একটি ছবি বন্ধ হয়ে যায়।



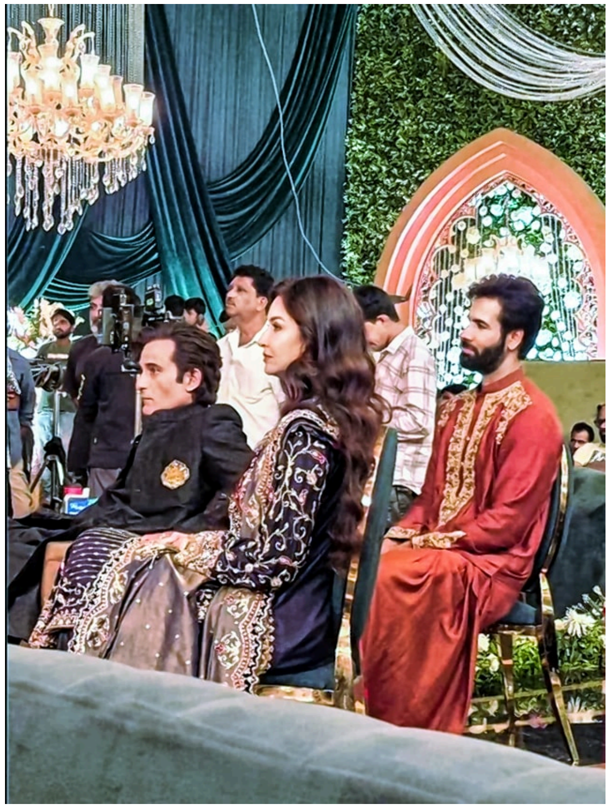
শুটিং চলছে ‘ধুরন্ধর’-এর। মুম্বইতে পড়েছিল সেট

আদিত্য গোটা সময়টা ‘ধুরন্ধর’-এর স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য দিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে ইন্টারভিউতে পরিচালকের বলা একটি কথা মনে করা যেতে পারে। ‘সিনেমার আদত উদ্দেশ্য বিনোদন। এবং আমি আমার সিনেমা এই একটি স্পষ্ট শৈল্পিক উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণামূলক আখ্যানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করি।’ কথাটা যে আদিত্য মিথ্যে বলেননি, তা ‘ধুরন্ধর’-এর আখ্যানশৈলী দেখেই তা বোঝা যায়।



শুটিংয়ের মাঝে রিল্যাক্সড রণবীর

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে 'ধুরন্ধর'-এর ঘোষণা করার সময় আদিত্য এবং রণবীর জানিয়েছিলেন, 'ধুরন্ধর' বাস্তব কিছু ঘটনা, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত এবং দেশের 'রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং' (RAW) -এর গোপন অভিযান দ্বারা অনুপ্রাণিত। ফলে তিনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে, রাজনৈতিক সাহায্য নিয়ে ১৯৯৯ সালের কান্দাহার বিমান হাইজ্যাক, ২০০১ সালের সংসদ হানাসহ, ২৬/১১-র জঙ্গিহানার সঙ্গে করাচির কুখ্যাত গ্যাংওয়ার ও লিয়ারি অঞ্চলের বাস্তব চরিত্রদের নিয়ে গল্প ফেঁদে বসেন। এবং স্ক্রিপ্ট লিখতে ও রিসার্চে তাঁকে সাহায্য করেন, এনডিটিভি-র ভূ-রাজনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সিনিয়র এগজ়িকিউটিভ এডিটর আদিত্য রাজ কওল।



ছবির দৃশ্য

কন্দহর কাণ্ডের অন্যতম হাইজ্যাকার জহুর মিস্ত্রির ২০২২ সালের হত্যাকাণ্ডের পর একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন আদিত্য। তারপর তিনি এই প্রোজেক্টে যুক্ত হন। আদিত্য এই সূত্রে সঙ্গে নেন, কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়াকেও। যাতে, বাস্তবের চরিত্রগুলির সঙ্গে পর্দার চরিত্রদের সামঞ্জস্য রাখা যেতে পারে।

শুটিংপর্ব ও অর্থ সমস্যা

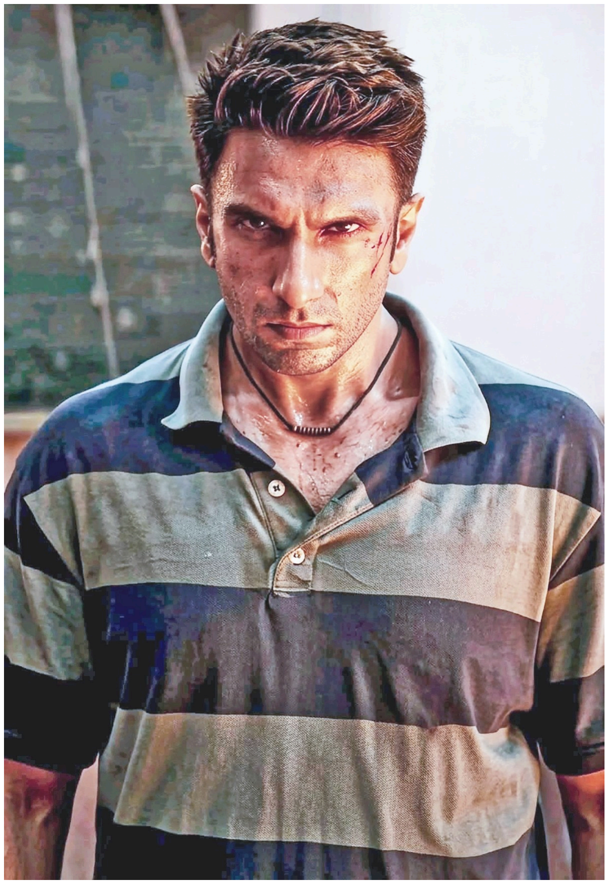


অক্ষয় ও সঞ্জয়। (নীচে) বালোচ ভাতৃদ্বয়



২০২৪ সালের জুলাই মাসে ব্যাংককে শুরু হয় ছবির শুটিং। দ্বিতীয় শিডিউল নভেম্বর মাসে অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে শুরু হয়েছিল। সেই শুট মুম্বইয়ের ভিলে পার্লে, মাড আইল্যান্ডে বিরাট শেডিউল নিয়েও শেষ করা যায়নি। পাকিস্তানের লিয়ারি অঞ্চলটিকে তৈরি করা হয়েছিল থাইল্যান্ডে। তার বাকি অংশ লুধিয়ানার খেরা গ্রামে তৈরি করা হয়েছিল। চণ্ডীগড়, অমৃতসর,

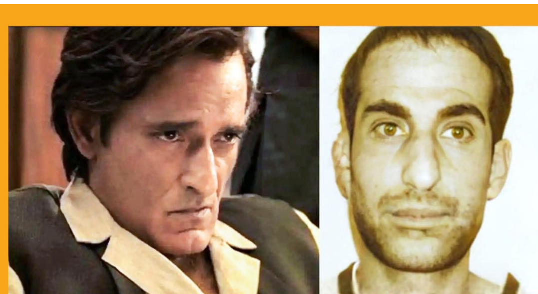
লাদাখ... আদিত্য উত্তর ভারতের কাছাকাছি জায়গায় শুট করছিলেন, যার ভূ —প্রকৃতি পাকিস্তানের চেয়ে খুব আলাদা কিছু নয়। কিন্তু এই দীর্ঘ শুটের কারণে অবস্থা এমন হয় যে, বাজেট নিয়ে সমস্যা শুরু হয় প্রযোজকের সঙ্গে।



২৫০ কোটি টাকার বাজেট বলে শুরু করা ছবি ৩০০ কোটির কাছাকাছি চলে যায়। শোনা যায়, JIO অস্বীকার করেছিল এত টাকা দিতে। যেহেতু আদিত্যর এত বড় বাজেট নিয়ে ছবি করার অভিজ্ঞতা নেই ('উরি'র বাজেট ছিল ৪৪ কোটি টাকা), তাই টাকা লগ্নি করতে চাননি প্রযোজকরা। উপায়ান্তর না দেখে রণবীর ও আদিত্য, দু'জনে মিলে ঠিক করেন, নিজেদের পকেট থেকে টাকা ঢালবেন। কারণ দু'জনের কেরিয়ারই বিশ বাঁও জলে পড়েছিল। রণবীর একের পর এক ফ্লপের মুখ দেখছিলেন, আর আদিত্যর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছিল। তাই মরিয়া চেষ্টা চালান দু'জনে। আদিত্য বর্তমান প্রযোজকদের সঙ্গে জুড়ে দেন তাঁর প্রোডাকশন

হাউজ় বি৬২-কেও।

সিরিজ় থেকে ছবি ও আইন



রেহমান ডাকাইত
(অভিনেতা: অক্ষয় খন্না)

পাকিস্তানের বালোচিস্তানের গ্যাংস্টার ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তৈরি করেছিলেন পাকিস্তান পিপলস পার্টি। তার মাথার দাম ছিল ৫ লাখ টাকা। রেহমানের বিরুদ্ধে একশোরও বেশি অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। তাঁকে ধরার জন্য 'লিয়ারি টাস্ক ফোর্স' গঠন করা হয়। ২০০৮ সালের নভেম্বরে রেহমানকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে যান। ২০০৯ সালে রেহমান এবং তার সঙ্গী আকিল বালোচ, আওরঙ্গজেব বাবা এবং নাজির বালা আবার এসপি চৌধুরী আসলাম খানের হাতে আটক হন। গভীর রাতে একটি বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়, যাতে রেহমান এবং তার সহযোগীরা গুরুতরভাবে আহত হন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁরা মারা যান।

ধুরন্ধর-এ: হমজ়ার সঙ্গে মিলে এই কাজটি সারেন পুলিশ অফিসার

তবে 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্যর অন্যতম কারণ অবশ্যই এর গবেষণা এবং গল্প বলার ক্ষেত্রে ডিটেলিং। অনেক সময়ই একটি সিনেমার সাফল্যের পর তার সিকোয়েল নিয়ে ভাবা হয়। এক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। কারণ আদিত্য 'ধুরন্ধর'-এর পুরো গল্পটা লিখেছিলেন একসঙ্গে, শুটও করেছিলেন সেভাবেই। তাই হয়তো 'ধুরন্ধর'-এর দু'টি পর্ব একসঙ্গে দেখলে, কোথাও যুক্তির ফাঁক চোখে পড়ে না। ছবিটির সাড়ে সাত ঘণ্টার ফুটেজ তৈরি হয়েছিল এডিটের পরে। প্রথমে পরিচালক ভেবেছিলেন ওয়েব সিরিজ় হিসেবে 'ধুরন্ধর'কে তৈরি করবেন। তাই চ্যাপ্টারে ভাগও করে দেন।

কিন্তু যে ব্যাপ্তি ছবিটি পেয়ে গিয়েছিল, তাতে তিনি সিদ্ধান্ত বদলান এবং একটির বদলে দু'টি ভাগে ভেঙে দেন বড় পর্দায় মুক্তির জন্য।



শটের মাঝে সেলফি

তবে আদিত্য যে 'পঠান', 'টাইগার'-এর মতো তথাকথিত স্পাই থ্রিলারের বাইরে কিছু বানাচ্ছেন, সেকথা ছবির শুটিংয়ের সময়ই বাইরে বেরিয়ে যায়। কারণ ছবির এডিটে কিছু ঘটনা ও নাশকতার আসল ফুটেজ ব্যবহার করছিলেন তিনি। রণবীরের চুল-দাড়ি সম্বলিত, বিশালাকায় চেহারার ছবি লিক হয়ে যাওয়ার পর আইনি সমস্যায় পড়েন পরিচালক। প্রথম সমস্যাটি আসে, মেজর মোহিত শর্মার পরিবারের পক্ষ থেকে।



আর মাধবনের সঙ্গে পরিচালক

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১ প্যারা স্পেশাল ফোর্সেস (প্যারা এসএফ)-এর এই অফিসার ২০০৪ সালে ছদ্মবেশ নিয়ে ইফতিখার ভট্ট নাম হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনে ঢোকেন এবং সেখান

সদস্য হিসেবে বেশ কিছু বছর কাজ করে, দু'জন নেতাকে খতমও করেন। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই মেজর মোহিত শর্মার বাবা মা-কে বিষয়টি বিচলিত করে। কোনও অনুমতি না নিয়ে মেজরের জীবন দেখানো হয়েছে ছবিতে, এই মর্মে তাঁরা মামলাও করেন 'ধুরন্ধর'-এর বিরুদ্ধে। সেই মামলা থেকে নিস্কৃতি পেতে একটি রিভিউ টিম ফের দেখে ছবিটি।



ক্লাইম্যাক্সের দৃশ্য শুটের পর

এবং বলে, ছবিটি মেজর মোহিতের জীবন নিয়ে নয়। কিন্তু আদিত্য তো সুচারুভাবে বাস্তব জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই ফেলেছিলেন! পাকিস্তানের লিয়ারি অঞ্চলের 'গ্যাং', বালোচ ও পঠানদের মধ্যে ঝামেলার মূল চরিত্র রহমান ডাকাইত, আরশাদ পপ্পু, উজ্রের বালোচ... সকলকে সামনে নিয়ে আসেন তিনি। এবং অদ্ভুতভাবে তাদের কার্যকলাপ, রাজনীতি ও মৃত্যুর বাস্তব বর্ণনাকে কল্পনার সুতো দিয়ে গেঁথে ফেলেন। এবং প্রতিটি মৃত্যুর পিছনে দেখিয়ে দেন এক ব্যক্তিকেই... যার নাম, হমজা আলি মজারি (রণবীর সিংহ)।

সত্যি মিথ্যের বেড়াজাল



এস পি আসলাম চৌধুরী
(অভিনেতা: সঞ্জয় দত্ত)

সিন্ধ পুলিশের একজন অফিসার। তিনি অপরাধী ও জঙ্গিদের একাধিক এনকাউন্টার কিলিং-এ জড়িত থাকার জন্য পরিচিত ছিলেন। অনেক সময় বিতর্কেও জড়িয়েছেন তিনি। ২০১৪ সালের ৯ জানুয়ারি, একটি আত্মঘাতী গাড়ি বোমা হামলায় তিনি নিহত হন। এর আগে ১০ বার তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

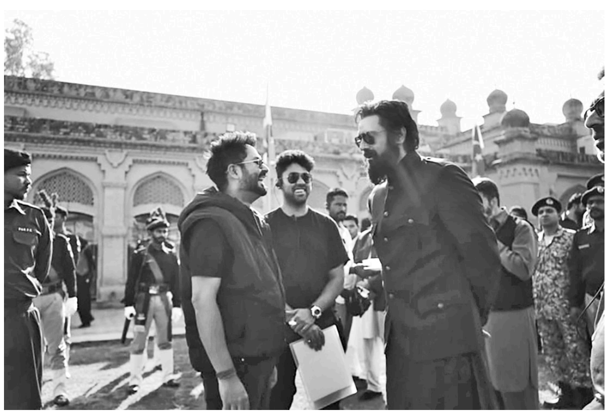
ধুরন্ধর-এ: গাড়ি বিস্ফোরণের কাজটি হমজ়া সারে বালোচ ইউনাইটেড ফোর্সের নেতা শিরানির সঙ্গে মিলে

অস্বীকার করার উপায় নেই, এই ছবির আসল ‘ধুরন্ধর’ আদিত্য ধরই। ছবির শুরুতেই তিনি বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ দিয়েছেন যে, এই ছবি তথ্যচিত্র নয়। বরং কিছু সত্য ঘটনার কল্পনাআশ্রিত আখ্যান। সৃজনশীল স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তিনি অত্যন্ত মুনশিয়ানায় উত্তর প্রদেশের কুখ্যাত গ্যাংস্টার, সমাজবাদী পার্টির প্রাক্তন সাংসদ আতিক আহমেদের সঙ্গে আইএসআই যোগ দেখিয়ে দিয়েছেন।



রণবীর ও অর্জুন রামপালের খুনসুটি

‘পিন্ডা’ (উদয়বীর সাঁধু) নামের যে ড্রাগ পেডলারকে দেখানো হয় ছবিতে, জসকিরতের (ছবিতে রণবীরের আসল নাম) বন্ধু হিসেবে, সেই চরিত্র সত্যিই ছিল বাস্তব জীবনে। হরবিন্দর সিংহ সাঁধু ওরফে ‘রিন্ডা’ সত্যিই মাদক ব্যবসায় জড়িত ছিল ভারত ও পাকিস্তানে। ঠিক যেভাবে বাস্তবে, সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে গুলি করে মারা হয়েছিল আতিককে, তারই হুবহু নাট্যরূপান্তর করে আদিত্য দেখিয়ে দিয়েছেন পর্দায়।



পাকিস্তানের করাচির বিভিন্ন অঞ্চল নতুন করে তৈরি হয়েছিল থাইল্যান্ডে

পাকিস্তানে খনানি ভাইদের অন্যতম জাভেদ খনানি (অঙ্কিত সাগর) করাচির একটি বহুতল থেকে পড়ে গিয়েছিলেন বা যদি পুলিশ অফিসার এসপি চৌধুরী আসলামের (সঞ্জয় দত্ত) মৃত্যুর কথা জানতে চাই, তা হলে দেখব, এই কুখ্যাত, দবং পুলিশ অফিসারের গাড়িতে একটি আরডি এক্স

ভর্তি গাড়ি এসে ধাক্কা মেরেছিল। বা দাউদ ইব্রাহিমের খাদ্যে বিষক্রিয়া হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া.... এবার আপনি 'ধুরন্ধর' দেখুন, তা হলে এই প্রতিটি ঘটনার উল্লেখ পাবেন ছবিতে। শুধু, নেপথ্যের নায়ক হিসেবে পাবেন নয়া ভারতের এক এজেন্টকে।

গুপ্ত ঘাতক ও অপারেশন

২০২০ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে পাকিস্তানে অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের হাতে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড।
জইশ-ই-মোহাম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার মতো গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিদের লক্ষ্য করা হয়।
মোটরসাইকেলে চেপে হামলাকারীরা খুব কাছ থেকে গুলি চালাত। এর মধ্যে এলইটি-র জঙ্গি কম্যান্ডার বিলাল আরিফ সলাফির হত্যার খবরও পাওয়া যায়। পাকিস্তানের মুরিদকের মরকস তৈবা-তে।

ধুরন্ধর-এ: হমজ়ার নেতৃত্বে এই হত্যালীলা চালায় বালোচ সংগঠন

তা হলে যে প্রশ্নটি উঠছে, তা হল, 'ধুরন্ধর' কি প্রোপাগান্ডা? নিশ্চয়ই প্রোপাগান্ডা। যেভাবে ছবিতে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর জঙ্গি সংগঠনগুলো হা-হুতাশ করেছে বলে দেখানো হয়েছে, 'বড়ে সাহাব' দাউদ ইব্রাহিমের মুখে মোদীর ভয়ের কথা বসানো হয়েছে, অপারেশন গ্রিন লিফ নামে ডিমনিটাইজ়েশন দেখানো হয়েছে, তাতে বিজেপি-কে তুষ্ট করার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে, সন্দেহ নেই।



কী বলছেন সঞ্জয় ও অর্জুন রামপাল?

পাকিস্তান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বা বিরোধী পক্ষের কাছে টাকা আসে, 'কোনও একদিন সত্যিকারের নেতা এসে দেশের হাল ধরবেন' টাইপের সংলাপ, আদিত্যর রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট করে। তিনি সত্যির সঙ্গে মিথ্যে (কল্পনা) মিশিয়ে এমন এক ন্যারেটিভ তৈরি করেছেন, যাতে এই বিভেদরেখাটুকু ঘুচে যায়। মজার ব্যাপার হল, আদিত্য যে সত্যি ফুটেজের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়েছেন, তা নতুন কিছু নয়। ১৯৫৯ সালে ফরাসি রোম্যান্টিক ড্রামা অ্যালেন রেনের 'হিরোসিমা মিও আমোর'-এ এবং পরে ১৯৬৮ সোল বামপন্থী কিউবান পরিচালক টমাস গুটিয়েজ এই কাজটি করেন 'মেমোরিজ় অফ আন্ডারডেভেলপমেন্ট' ছবিতে। মজা এই কারণে বললাম যে, বামপন্থী টমাস 'মেমোরিজ়...' ছবিতে দেখিয়েছিলেন ফিদেল কাস্ত্রোকে।



মেজর ইকবাল

(অভিনেতা: অর্জুন রামপাল)

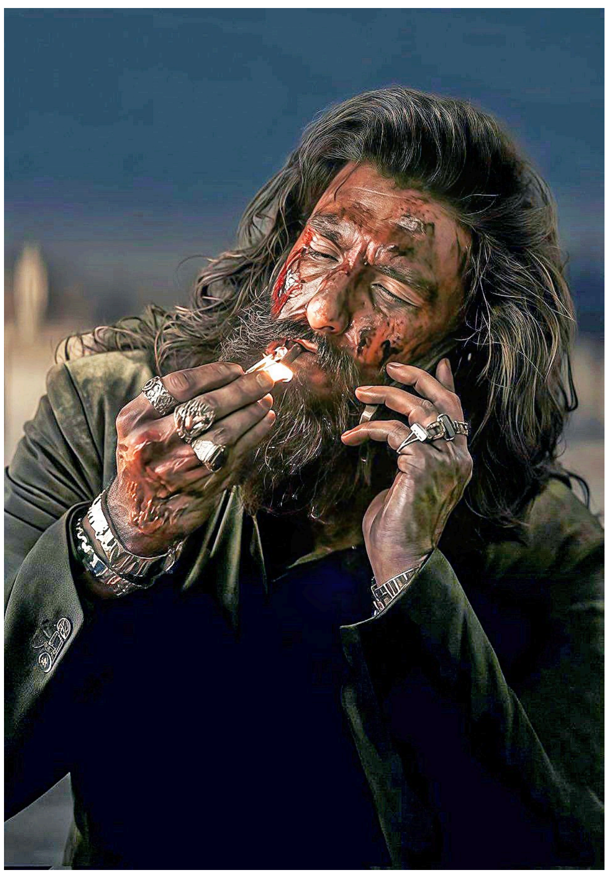
ইলিয়াস কাশ্মীরি পাকিস্তানের শীর্ষ জেহাদি জঙ্গি নেতা। তাঁকে 'বিপজ্জনক জঙ্গি' হিসেবে তকমা দিয়েছে আমেরিকা। অনেকেই মনে করতেন, লাদেনের উত্তরসূরি তিনিই। আল-কায়েদা এবং ৩১৩ ব্রিগেডের সাথে যুক্ত ইলিয়াস ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শোনা যায়, ২০১১ সালে একটি মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত হন।

'ধুরন্ধর'-এ: যেহেতু মৃত্যুর কারণ সঠিক জানা নেই, তাই এই 'অ্যাঞ্জেল অফ ডেথ'-কে হমজ়াই মারেন।

আর ডানপন্থী আদিত্য দেখালেন মোদীকে। কিন্তু তাও, এই বিভেদরেখা সত্যি বলে মনে হয় কারণ, দেশে জাল নোট নিয়ে সমস্যা চিরকালীন। বেআইনি অস্ত্র সমস্যা ও গ্যাংস্টারদের নিয়ে জর্জরিত দেশের বিভিন্ন রাজ্য। সেখানে যদি বিরাট এক মহাকাব্যিক আখ্যানে এগুলোকে কল্পনা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়, তা হলে তো কার্যসিদ্ধি হতেই পারে। লহৌর ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেসের সমাজবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক নিদা কিরমানি যেমন অভিযোগ করেছেন, আদিত্য যেভাবে লিয়ারিকে সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানা বলে অভিহিত করেছেন, তা আদপেই ঠিক নয়। হ্যাঁ, লিয়ারিতে গ্যাং যুদ্ধ হয়েছিল বটে। কিন্তু সেখানকার মানুষ মানেই তারা সবসময় খুন-জখমে লিপ্ত, এটা অতীব ভুল ধারণা। আবার অন্য পক্ষের বক্তব্য, আদিত্য ভুল কিছু দেখাননি। জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন ডিজিপি এসপি বৈদের বক্তব্য, 'সত্যি সবসময়ই অপ্রিয়। কে অস্বীকার করবে, ভারতে ঘটে যাওয়া নাশকতামূলক কাজকর্মে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলির

যোগ পাওয়া গিয়েছে! একটা সময়ে দাউদ ইব্রাহিমের টাকায় বলিউডে ছবি তৈরি হত। তখন কারও কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু এখন যেই দেখিয়ে দিয়েছে, দাউদ ভারতে নকল টাকা ঢোকাচ্ছে, তখন সকলের সমস্যা।' এর আগে বেশ কিছু স্পাই ছবিতে দেখানো হয়েছে, পাকিস্তানের আইএসআই এবং ভারতের 'র' একসঙ্গে মিলে কাজ করে। আদিত্য সেই মিথ ভেঙে দিয়েছেন। যে যে চরিত্র, ভারতে ঘটা নাশকতার সঙ্গে যুক্ত, তাদের পরিণতি দেখিয়ে দর্শকমন তৃপ্ত করেছেন।

প্রোপাগান্ডা ও রাজনৈতিক শাসন



**ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর*

মানুষ 'প্রোপাগান্ডা' বলে সেই ছবিরই কঠোর সমালোচনা করে, যা তার পছন্দের রাজনীতির কথা বলে না। পছন্দের রাজনীতির কথা বললে, সেটি হয়ে যায় 'সময়োচিত'। তবে এই কথা বোধ হয় আজ স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, রাজনীতি ছাড়া জীবন ধারণ বা বিনোদনের কোনও সৃষ্টি সম্ভব নয়। ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে 'প্রোপাগান্ডা', 'ন্যারেটিভ', 'ক্রোনোলজি'র ফাঁদে পড়ে গিয়েছে গোটা পৃথিবী। বাইনারির রাজনীতি চলছে। তাই তো যখন 'রং দে বসন্তী'-তে মিগ বিমান দুর্ঘটনায় দেশের নেতার হাতযশ দেখানো হয়, তখন কংগ্রেস রেগে যায়। 'জওয়ান'-এ শাহরুখ খানের সাম্যবাদী মনোভাব বামপন্থীদের খুশি করলেও, বিজেপির বিক্ষোভের কারণ হয়। তেমনই 'বুদ্ধা ইন আ ট্রাফিক জ্যাম' বা 'বস্তার'-এর মতো ছবি বামপন্থীদের ক্যানসেল কালচারের মধ্যে পড়ে। কোনটাতে রাজনীতি নেই? 'দ্য লেজেন্ড অফ ভগৎ সিংহ'র মতো ছবিকেও তো ব্যান করে দিয়েছিল কংগ্রেস সরকার, 'আঁধি' দেখানো হয়নি ইন্দিরা গান্ধীর জীবনের গল্প আছে বলে! তসলিমা নাসরিনকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি পশ্চিমবঙ্গে! শাহরুখ খানকে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলেছে বিজেপি, 'সন্তোষ'-এর মতো ছবি আটকে দিয়েছে! আজ এই বঙ্গে বিরুদ্ধ স্বরদের কীভাবে সরকার দমিয়ে রাখে, সরকারি হল দেয় না নিজেদের সৃষ্টি প্রদর্শনের জন্য... তা কি আলাদা করে বলে দিতে হয়?



অজিত কুমার ডোভাল

(অভিনেতা: আর মাধবন)

একজন ভারতীয় আমলা, স্পাইমাস্টার এবং অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা। যিনি ২০১৪ সাল থেকে ভারতের দীর্ঘতম জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সন্ত্রাসবাদ দমন এবং গোপন অভিযানে সাফল্যের জন্য তিনি স্বীকৃত। মিজোরাম শান্তিচুক্তি, ১৯৮৮ সালে 'অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডার' নিয়ন্ত্রণ করেন স্পাই হিসেবে।

ব্রিটিশ সরকারের সময় নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন থেকে কংগ্রেস শাসনে জরুরি অবস্থায় করা Maintenance of Internal Security Act আইন, বাম আন্দোলনে গণনাট্য সংঘ বা এই সময় বিজেপি শাসিত ভারতে পরিচালক-প্রযোজকরা... সকলেই চায় যেভাবে হোক, নিজেদের আদর্শের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বা বিরুদ্ধকে চেপে দিতে। কিন্তু আদত প্রশ্ন তো এটা হওয়া উচিত, যে সৃষ্টিটিকে প্রোপাগান্ডা বলা হচ্ছে, সেটি একটি ভাল সৃষ্টি কি না। সূক্ষ্মভাবে জনমানসে প্রোথিত করতে পারছে কি না, নিজের রাজনীতি। তা হলে সেই সৃষ্টির সমালোচনা করি কী করে? 'ধুরন্ধর' নিয়ে এই দ্বিধাবিভক্ত দেশে (প্রোপাগান্ডা বিষয়ে) যে জিনিসটা নিয়ে কেউ কথা বলছে না, তা হল, এটি অতীব দক্ষ হাতে তৈরি একটি ছবি। এই দেশে প্রোপাগান্ডা ছবি তৈরির ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরও 'দি অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার', 'রামসেতু', 'পিএম নরেন্দ্র মোদী, 'তাজ স্টোরি', 'এমারজেন্সি'র মতো ছবি তৈরি হয়েছে, যেখানে

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ভগবান এবং বিরোধী দলনেতাদের শয়তান হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বা ‘কাশ্মীর ফাইলস’ হিন্দু —মুসলমানের সম্প্রীতির দিকে প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু সেসব নিয়ে খুব একটা কথা কখনও হয়নি, কিন্তু ‘ধুরন্ধর’ নিয়ে হচ্ছে। কেন? কারণ এত আলোচনায় একটি বিষয় পরিষ্কার, ‘ধুরন্ধর’-এর গুরুত্ব এবং প্রভাব অনেক বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে গিয়েছে গোটা দেশে। এবং সেটি সিনেমাটির বিনোদনের গুরুত্বের গুণে। তা হলে তাকে মেনে নিতে আপত্তি কোথায়? তা না করে, সমালোচনার সময় ‘প্রোপাগান্ডা’ বলে ছবিটিকে একেবারে ‘জঘন্য’ বলে ক্যানসেল কালচারের মধ্যে ফেলে দেওয়া বা ‘দেখবেন না’ টাইপের ফরমান জারি করা যে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিরই লক্ষণ!

নিজস্ব পৃথিবীর ঘেরাটোপে



স্পেশ্যাল ট্রেনিং নিচ্ছেন রণবীর

আদিত্য ঠিক সেটাই দেখিয়েছেন ‘ধুরন্ধর’ ছবিতে, যা ভারতীয় দর্শক দেখতে চায়। যে সব ঘটনা তাদের চারপাশে ঘটছে এবং তার কিছু কিছু ধারণা জনমানসে আছে, সেগুলোকেই কল্পনা দিয়ে অন্য মাত্রা দিয়েছেন। আদিত্য ধর কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তাঁর ছবিকে ‘প্রোপাগান্ডা’ বললে, তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তিনি এসবরের পরোয়া করেন না। মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান। যদি তাঁদের মনে হয়, ছবি থেকে রাজনীতি ছুড়ে দেবেন এবং শুধু আনন্দ নেবেন, তারা তা করতেই পারেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, বলিউডি ছবিকে বিশ্ব মানচিত্রে নিয়ে যাওয়ার। বিশ্বের তাবড় সিনেমাবোদ্ধাদের দিয়ে বলিউডের ছবি নিয়ে আলোচনা করানোর। তবে তিনি পরোয়া করবেন, যদি বলা হয়, তাঁর ছবির মেকিংটাই খারাপ, ইনটেন্ট ঠিক নেই বা বিনোদন নেই। তা হলে হয়তো ভবিষ্যতে তিনি ছবি বানানোই বন্ধ করে দেবেন। ‘ধুরন্ধর’ যে মাত্রা নিয়ে ভারতীয় দর্শকের কাছে এসেছে, তাতে রাজনীতি থাকলেও, বিনোদনই মূল। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, আদিত্য নিজের প্রথম ছবি ‘উরি’ থেকেই বেশ কিছু রেফারেন্স নিয়েছেন ‘ধুরন্ধর’ তৈরিতে।

আসল ‘ধুরন্ধর’ ?



রবীন্দ্র কৌশিক ও মোহিত শর্মা

রবীন্দ্র কৌশিককে ভারতীয় গোয়েন্দারা ডাকতেন ‘ব্ল্যাক টাইগার’ নামে। ১৯৭৩ সালে লখনউয়ে জাতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় নিজের অভিনয় দিয়ে তিনি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (RAW)-এর নজরে আসেন। এরপর দু’ বছর দিল্লিতে তিনি গুপ্তচরের হওয়ার কঠোর প্রশিক্ষণ নেন। ‘নবি আহমেদ শাকির’ নাম নেন। ১৯৭৫ সালে ২৩ বছর বয়সে রবীন্দ্র কৌশিক সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেন। এবং করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। অল্প সময়ের মধ্যেই মেজর পদ পেয়ে যান। ১৯৭৯-১৯৮৩ পর্যন্ত তিনি ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য পাঠাতেন। পঞ্জাব অঞ্চলে পাক জঙ্গির গতিবিধি এবং কাহুটা পারমাণবিক ঘাঁটির তথ্য ভারতকে সাহায্য করেছিল। এই সময় তিনি পাকিস্তানি নারী আমানতকে বিয়ে করেন, তাঁদের সন্তানও ছিল। মনে করা হচ্ছে, মেজর মোহিত শর্মা ও রবীন্দ্র কৌশিকের ছায়ায় তৈরি রণবীরের হমজ়া আলি মাজ়ারি চরিত্রটি।

‘জসকিরত সিংহ রাঙ্গি’ চরিত্রটি এখন রণবীর সিংহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেলেও, মনে করে দেখুন, ‘উরি’ ছবিতে ভিকি কৌশলের চরিত্রটিকে তাঁর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শ্রীরত কউর বলেন, তাঁর স্বামীর নাম জসকিরত সিংহ রাঙ্গি, যিনি ভারতীয় সেনায় ছিলেন এবং শহীদ হন! এবং সেই ছবিতেই অজিত ডোভালের ছায়ায় তৈরি চরিত্র গোবিন্দ (পরেশ রাওয়ল) প্রধানমন্ত্রীকে

বোঝান, ১৯৭২ সালে মিউনিক ম্যাসাকারের পর ইজরায়েল প্যালেস্তিনের আর্মড ফোর্স 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর'-এর বিরুদ্ধে গুপ্ত অপারেশন 'দ্য রথ অফ গড' চালিয়েছিল। যেখানে, প্যালেস্তিনের ফোর্সের ভিতরে ঢুকে এক একজন সন্ত্রাসবাদীকে ধরে ধরে হত্যাই ছিল লক্ষ্য। 'ধুরন্ধর'-এও সেই 'রথ অফ গড' পর্দায় ফিরে আসে, যখন হমজা মেরে ফেলে মেজর ইকবালকে। অপারেশনের পথ? দলে ঢুকে, এক একজনকে হত্যা করা। সত্যি বলতে কী, নিজের সৃষ্টির একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছেন আদিত্য। সেখানে বিনোদনের উপাদান দিয়ে গোটা দেশের মানুষকে বুঁদ করে রেখেছেন। থাক না তাতে রাজনীতি, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বার্তা! বলিউডের একজন মেনস্ট্রিম পরিচালক, একটি লার্জার দ্যান লাইফ মানি স্পিনার তৈরি করেছেন, গোটা বিশ্বে যা নিয়ে কথা হচ্ছে... খানিক মোড় ঘোরানো ছবি বলা হচ্ছে। একে অস্বীকার করা যায় কী ভাবে? বরং রাজনীতির চেয়েও যে জিনিসটি খানিকটা হলেও আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে, তা হল হিংসা। যে ভয়ানকভাবে গোটা 'ধুরন্ধর'-এ মানুষকে মারা হয় (হোক না সে শত্রু), তা দেখ মানুষ উৎফুল্ল হচ্ছে, উল্লাস করছে, রিল বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করছে, তা চিন্তা বাড়ায় তো বটেই। 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্যের নেপথ্যে হিংসা তো একটা উপাদান বটেই, েসই হিংসার বিক্রি এবং তা নিয়ে উল্লাস, পর্দায় ডানপন্থী রাজনীতি দেখানোর চেয়ে খানিক বড় সমস্যা বলেই মনে হয়।

ইনবক্স

আরও
আনন্দ

আনন্দলোক

ইনবক্স

27-Mar-2026, 12:01AM



বিজয়-রশ্মিকার বিয়ের ছবি

অসাধারণ কাহিনি

বিজয়-রশ্মিকার বিয়ের খুঁটিনাটি প্রসঙ্গে সবচেয়ে অসাধারণ লেগেছে দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের জন্য যে স্কলারশিপের ব্যবস্থা করেছেন দু’জন। তাঁদের মানবিক প্রচেষ্টা অব্যহত থাকুক। —**প্রদীপ দেব,** মেলবোর্ন

দক্ষিণী বিয়ের রীতিনীতি



রশ্মিকা ও বিজয়ের বিয়ে নিয়ে এবারের কভার ড্রাইভ পড়ে দক্ষিণী বিয়ের নিয়মনীতি সম্পর্কে অবগত হলাম। কোডাভা রীতির বিয়ে সম্পর্কে প্রথম জানলাম। খুবই অভিনব রীতি। আনন্দলোকের এই ভিন্নধর্মী প্রচ্ছদ, এক কথায় অপূর্ব। রশ্মিকা ও বিজয়ের বৈবাহিক জীবন সুখের হোক প্রার্থনা করি। —**সুদীপ্ত ব্যানার্জী,** সিউড়ি

স্পষ্টবক্তাই পছন্দ



ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত আমার পছন্দের অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম। শুধু তাঁর অভিনয় নয়, ব্যক্তি হিসেবেও ঋতুপর্ণাকে বেশ ভাল লাগে। উদার মনের মানুষ তিনি। আর এবারে তাঁর সাক্ষাৎকার পড়ে বুঝলাম তিনি স্পষ্টবক্তাও। অনেক তিক্ত কথার সোজা উত্তর দিয়েছেন। —**মানস ভৌমিক,** বিরাটি

রঙিন ছবিঘর



সৌরসেনী মৈত্র এবং অরিফিন শুভ

এবারের ছবিঘর দেখে মন ভরে গেল। তারকাদের রঙিন দিনটিকে ফ্রেমবন্দি করা হয়েছে। এক কথায় চমৎকার। আনন্দলোকের এই বিভাগটি আমার বরাবরই পছন্দের। চাইব আরও বেশি করে ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের ছবি সামনে আসুক। —**সম্পূর্ণা দেব রায়,** যাদবপুর

ভারতের জয়



টিম ইন্ডিয়ার উচ্ছ্বাস

ক্রিকেটের ময়দানে ভারতের জয়ের পর আশা ছিল অনেক। শুধু প্রতিবেদন নয়, চেয়েছিলাম বিভিন্ন মুহূর্তের ছবিও। ১২ মার্চের আনন্দলোক পড়ে সেই আশা পূরণ হল। এক প্রতিবেদনে অনেক মুহূর্ত সম্পর্কে জানলাম। ছবিগুলো মন ভাল করে দিল। —**প্রতাপ বিষ্ণু,** বারাসত

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার।

ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০০১

মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও। anandalok@abp.in

ছবিঘর

আরও আনন্দ

আনন্দলোক

ছবিঘর

বসন্ত বিদায় নিলেও আবহাওয়ায় এখনও একটা শীতল আমেজ রয়েছে। সেই আমেজে গা ভাসিয়ে টলি থেকে বলি সেলেবরা ব্যস্ত নিজেদের কাজ নিয়ে। তাঁদের সর্বক্ষণের সঙ্গী

আনন্দলোক

27-Mar-2026, 12:01AM



১. ‘ফিরে এসো অনুরাধা’ ছবির মহরতে নীল ভট্টাচার্য, অঙ্গনা রায়, জন ভট্টাচার্য, আদৃত রায় ও অন্যান্যরা



২. মুম্বইয়ে একটি অ্যাওয়ার্ড সেরেমনিতে ছেলে জুনেদের সঙ্গে আমির খান



৩. মুম্বইয়ের বন্ধুর ছেলের বিয়েতে স্বমহিমায় উপস্থিত অনিল কপূর



৪. ‘বিজয়নগরের হীরে’ ছবিটির ৫০ দিনের সেলিব্রেশনে খুদেদের সঙ্গে কেক কাটলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আরিয়ান, পূষণ ও চন্দ্রাশিস



৫. নাইজেল আক্কারা ও মৌমিতার মেয়ের অন্নপ্রাশনে উপস্থিত অনুসূয়া মজুমদার ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়



৬. একটি অনুষ্ঠানে ক্যামেরাম্যানদের সামনে পোজ় জ্যাকি শ্রফের



৭. বিহারের পটনাতে একটি শোয়ে শান



৮. বাংলা ছবি ‘অদম্য’র স্পেশ্যাল স্ক্রিনিংয়ে পরিচালক রঞ্জন ঘোষের সঙ্গে আবীর চট্টোপাধ্যায়



৯. বাড়িতে ইদের দিন ছেলের সঙ্গে নুসরত ও যশ



১০. বনি সেনগুপ্তর উদ্যোগে একটি ক্রিকেট লিগের জার্সি লঞ্চে একসঙ্গে শ্রাবন্তী ও কৌশানী



১১. মুম্বইয়ে একটি ফ্যাশন ইভেন্টে সোনালি বেন্দ্রে



১২. ‘কর্পূর’ ছবির স্ক্রিনিংয়ে অরিন্দম শীলের সঙ্গে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

ছবিগুলো তুলেছেন : প্রবীর মিত্র, অনির্বাণ সাহা

বলিBUZZ

আরও আনন্দ

আনন্দলোক

বলিBUZZ

রইল বলিউডের তারকাদের নিয়ে নতুন নতুন খবর

27-Mar-2026, 12:01AM



শাহরুখ খান

অ্যাকশন ভুলে প্রেমে

বহু বছর পর প্রেমের ছবিতে শাহরুখ খান! পরপর বেশ কিছু অ্যাকশন ছবিতে অভিনয় করার পর এবার রোম্যান্টিক জঁরের ছবিতে ফিরতে চলেছেন তিনি। দীর্ঘ দিন অ্যাকশন ছবি করার পর দর্শকরা শাহরুখের প্রেমিক সত্তা দেখতে চাইছেন। ছবির গল্পে যেন কোনও খামতি না থাকে, সেটা

খতিয়ে দেখছেন শাহরুখ। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু লেখক ও পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেছেন। আলোচনা প্রাথমিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। প্রকাশ্যে আসেনি কিছুই। তবে জানা গিয়েছে, বয়স ও চেহারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিছুটা পরিণত প্রেমের ছবি-ই বেছে নিয়েছেন শাহরুখ। এছাড়া ফরহা খানের 'ম্যায়ঁ হুঁ না ২'-তেও শাহরুখের থাকার কথা। ওই ছবিতে দ্বৈত চরিত্রে দেখা যেতে পারে তাঁকে। চলতি বছর ক্রিসমাসে মুক্তি পাবে শাহরুখের 'কিং'। তারপর পরবর্তী রোম্যান্টিক ছবির শুটিং শুরু করবেন কিং খান।

স্বস্তিতে রাজপাল



রাজপাল যাদব

আর্থিক তছরুপ মামলায় নাম জড়িয়েছিল অভিনেতা রাজপাল যাদবের। দীর্ঘ দিন জেল হেফাজতে ছিলেন তিনি। কিন্তু পরবর্তীতে বলিপাড়ার অনেকেই তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। ফলে ইতিমধ্যেই বকেয়া ন'কোটি টাকার অর্ধেক তিনি ফেরত দিয়েছেন। কিছু দিন আগে অন্তর্বর্তী জামিন নিয়ে তিহাড় জেল থেকে গ্রামের বাড়ির এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন রাজপাল। ১৮ মার্চ পর্যন্ত ছিল সেই সময়সীমা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত টাকা পরিশোধ করার জন্য

রাজপালকে আর জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেয়নি আদালত। তাছাড়া আদালতে নিয়মিত হাজিরাও দিয়েছেন অভিনেতা। তাই আপাতত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।

বিতর্ক তুঙ্গে



নোরা ফতেহি

সঞ্জয় দত্ত এবং নোরা ফতেহিকে নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। মুক্তি পেয়েছে সঞ্জয় দত্তর আগামী ছবি 'কেডি: দ্য ডেভিল'-এর গান 'সরকে চুনর তেরি সরকে'। এই গানে সঞ্জয় দত্তর সঙ্গে দেখা

গিয়েছে নোরা ফতেহিকেও। এই গানে যৌন বার্তা এবং কুরুচিকর নানা দৃশ্য রয়েছে বলে অভিযোগ। লিরিক্স নিয়েও আপত্তি জানিয়েছেন অনেকে। অভিযোগ, দু'জনের নাচেই রয়েছে ইঙ্গিতপূর্ণ যৌন বার্তা।



সঞ্জয় দত্ত

গানের মাঝে একাধিকবার শরীর থেকে পোশাক সরিয়ে দিচ্ছিলেন নোরা। তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আপত্তি জানিয়ে দর্শকরা বলেছেন, মহিলাদের কেন এখনও ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে! ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অনেক আইন ভেঙেছে গানটি। এর ভিত্তিতেই নোরা ফতেহি এবং সঞ্জয় দত্তকে তলব করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন।

অ্যাটলির পছন্দ অনুষ্কা



অনুষ্কা শর্মা

অ্যাটলির আগামী ছবির প্রস্তাব পৌঁছেছে অনুষ্কা শর্মার কাছে। দীর্ঘ আট বছর অভিনয় থেকে দূরে অনুষ্কা। শেষ ছবি ছিল 'জ়িরো'। বলিউড থেকে একাধিক কাজের প্রস্তাব পেলেও, লন্ডন ছেড়ে মুম্বইয়ে ফেরেননি তিনি। বিজ্ঞাপনের কাজ অবশ্য করেছেন। কিন্তু সেটাও সীমিত। শোনা যাচ্ছে, অ্যাটলি পরিচালিত একটি সায়েন্স ফিকশন ছবির প্রস্তাব গিয়েছে অনুষ্কার কাছে। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন অল্লু অর্জুন এবং দীপিকা পাড়ুকোন। ইতিমধ্যেই ছবির বেশ কিছু অংশের শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। প্যান ইন্ডিয়া এই ছবিতে অন্যান্য চরিত্রে থাকছেন জাহ্নবী কপূর, মৃণাল ঠাকুর এবং রশ্মিকা মন্দানা। তবে এই প্রস্তাবে অনুষ্কা সম্মতি জানিয়েছেন কি না, তা জানা যায়নি।

প্রযোজনায় হৃতিক



হৃতিক রোশন

এবার ছবি প্রযোজনার দায়িত্বে হৃতিক রোশন। প্রাইমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ছবিটি প্রযোজনা করবেন তিনি। ছবির নাম ‘মেস’। পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন রাজেশ এ কৃষ্ণন। প্রযোজনার কাজে হৃতিককে সাহায্য করবেন তাঁর ভাই ঈশান রোশন। প্রাইমের সঙ্গে আরও একটি সিরিজ় প্রযোজনা করার কথা রয়েছে তাঁর। সিরিজ়ের নাম ‘স্টর্ম’। এই সিরিজ়ে মুখ্য চরিত্রে থাকবেন হৃতিকের প্রেমিকা সাবা আজ়াদ। তবে ‘মেস’ ছবির কাস্টিং নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। সব ঠিক থাকলে চলতি বছরেই শুরু হবে শুটিং।

টলিTALE

আনন্দলোক

টলিTALE

রইল টলিউডের তারকাদের নিয়ে নতুন নতুন খবর

27-Mar-2026, 12:01AM



আদৃত রায়

আর ডি-কে শ্রদ্ধার্ঘ্য

রাহুল, দেব এবং বর্মণ নামের তিন বন্ধু রাহুল দেব বর্মণের গানের ভক্ত। এদিকে তিনজনই প্রেমে পড়ে অনুরাধা নামের একটি মেয়ের। তারপর শুরু হয় গান এবং নস্ট্যালজিয়ামায় এক যাত্রার।

আর ডি বর্মণের গান নিয়ে এমনই এক সিনেমা নিয়ে আসছেন পরিচালক আশিস কুমার। ছবির নাম ‘ফিরে এসো অনুরাধা’। সম্প্রতি মহরত হল ছবির।



অঙ্গনা রায়

উপস্থিত ছিলেন সমস্ত কলাকুশলী। অভিনয় করছেন অঙ্গনা রায়, আদৃত রায়, জন এবং নীল ভট্টাচার্য। সঙ্গে বিশ্বনাথ বসু। ‘রুবি রায়’ ভূমিকায় ক্যামিও চরিত্রে দেখা যাবে রাইমা সেনকে। অঙ্গনা, আদৃত, নীল এবং জন পরস্পরের বন্ধু, কিন্তু এই প্রথম একসঙ্গে কাজ করছেন বলে সকলেই খুব খুশি। আশা করছেন হইহই করে হবে ছবির শুটিং।

বিক্রমের সিরিজ়ে সৃজিত মুখোপাধ্যায়



বিক্রম এবং সৃজিত

অভিনয়, পরিচালনার পর এবার প্রযোজনার দায়িত্বে বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। সিরিজ়ের নাম ‘তারকাটা’। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন শমীক রায়চৌধুরী। এই সিরিজ় দিয়ে প্রযোজনায় হাতেখড়ি বিক্রমের। তাই চমকেরও অন্ত নেই। সিরিজ়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে। এছাড়াও এই সিরিজ়ের হাত ধরে প্রথম বার টলিউডে পা রাখবেন জনপ্রিয় গায়ক ময়াং চ্যাং। বাংলা বিশেষ বলতে পারেন না তিনি। ভাঙা ভাঙা বাংলাতেই সংলাপ বলবেন চ্যাং। তবে নিজের প্রযোজিত সিরিজ়ে অভিনয়ও করবেন বিক্রম। এছাড়াও থাকছেন প্রিয়াঙ্কা সরকার, সত্যম ভট্টাচার্য এবং আয়ুষ দাস।

দেবলীনার স্বপ্নপূরণ



কাজলের সঙ্গে দেবলীনা

তিনি বরাবর কাজলের খুব বড় ফ্যান। সেই প্রিয় নায়িকাকে সামনে থেকে ট্রিবিউট জানাতে পারবেন, এটা কখনও কল্পনা করেননি দেবলীনা কুমার। সম্প্রতি সেন্ট জেভিয়ার্স উওম্যানস ফোরামের এক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজল। এই কলেজের প্রাক্তনী দেবলীনার উপর দায়িত্ব পড়ে কাজলকে ট্রিবিউট জানানোর। মঞ্চে কাজলেন সামনে প্রিয় নায়িকার একাধিক সুপারহিট গানে নৃত্য পরিবেশন করেন দেবলীনা। পরে কাজলের হাত থেকে বিশেষ পুরস্কারও পান তিনি। সকলের সামনে কাজল তাঁর নাচের প্রশংসা করেন। সবমিলিয়ে আনন্দের শেষ ছিল না দেবলীনার।

‘দেশু ৭’-এর নাম



দেব ও শুভশ্রী

এখন আর আলাদা করে নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই যে, ‘দেশু ৭’ প্রোজেক্টটি আসলে কী। এবারের পুজোয় বড় পর্দায় জুটি বাঁধতে চলেছেন দেব এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। সেই মর্মে সিনেমা হলের টিকিটও বিক্রি করে দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু ছবির শুটিং বা অন্য কিছু এখনও ঠিক হয়নি। তবে এবার বোধ হয় কাজ শুরু করলেন দেব। সুজিত রিনো দত্তর পরিচালনায়, ছবির নাম ঠিক করার কাজ শুরু করলেন। এবং তার জন্য সাহায্য চাইলেন সাধারণ মানুষেরই। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেব জানতে চাইলেন, মানুষ যদি কোনও নাম ঠিক করে দেয় ছবির। খুব স্বাভাবিকভাবেই কমেন্টের বন্যা বয়ে গিয়েছে। কেউ-কেউ একাধিক নামের তালিকাও দিয়েছেন। তবে অনেকেই লিখেছেন, ‘কনটেন্টের ধরন না জেনে, সিনেমার নাম দেওয়া যায় কী ভাবে?’

সাক্ষাতে

আরও আনন্দ

আনন্দলোক

আমার সমস্ত রেকর্ড স্রেফ উজ্জ্বল পরিসংখ্যান হয়ে রয়ে গিয়েছে: কপিল দেব

কলকাতার এক ঐতিহ্যশালী ক্লাবে ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন তিনি। সমস্ত কাজ মিটিয়ে একটি প্রাইভেট জোনে বসে একান্তে কথা বললেন কপিল দেব। সামনে আসিফ সালাম

আসিফ সালাম

27-Mar-2026, 12:01AM



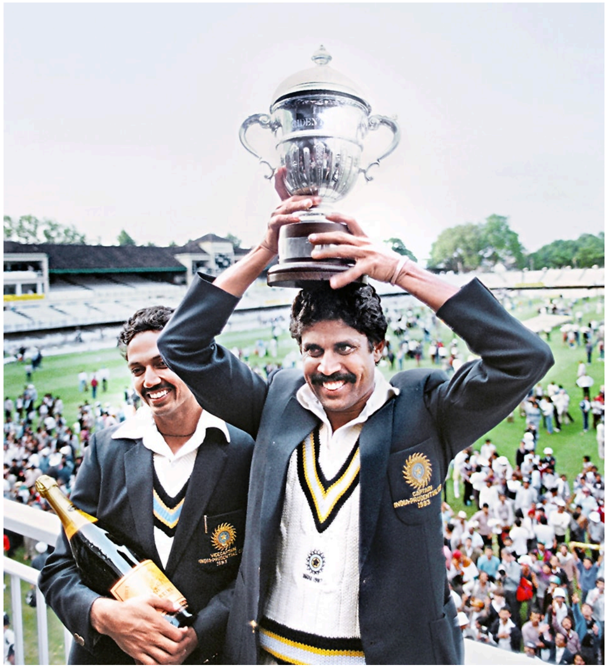
কপিল দেব (ফোটো: অনির্বাণ সাহা)

প্র: ক্রিকেট মাঠ থেকে অবসর নেওয়ার পর ক্রিকেটের কোন দিকটা সবচেয়ে বেশি মিস করেন?

কোনওকিছু না। জীবনে মুভ অন করতে জানতে হয়। একটা সময় ছিল যখন ক্রিকেট মাঠে না গেলে আমার ভাত হজম হত না। কিন্তু এখন আমার ফোকাস অন্য দিকে ঘুরে গিয়েছে। তার মধ্যে গল্ফ রয়েছে, অন্যান্য আরও বিষয় রয়েছে। একটা জিনিসেই আটকে থাকলে আপনি তো বৃহত্তর স্তরে এগিয়ে যেতে পারবেন না। আমাদের অনেকের কাছেই স্কুলজীবনটা খুব প্রিয়, কিন্তু তাই বলে আমরা কি আবার স্কুলে ফিরে গিয়ে পড়াশোনা করতে চাইব?

প্র: বর্তমানে ক্রিকেটের সঙ্গে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। আপনি যে সময়টা ভারতের হয়ে খেলতেন, তখন এরকম পরিস্থিতি ছিল কি?

আমি বলব এটা কিন্তু শুধু ক্রিকেটার বা ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব নয়। আপনাদের অর্থাৎ দেশের সংবাদমাধ্যমেরও দায়িত্ব রাজনীতিকে পাশে সরিয়ে রেখে খেলার দিকটা বেশি করে তুলে ধরা। একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবে আমি অবশ্যই মনে করি ক্রিকেট বা যে কোনও খেলাকে রাজনীতির থেকে দূরে রাখাই দরকার।



প্র: সম্প্রতি টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত চ্যাম্পিয়ন হল। বুমরা, হার্দিক, সূর্যকুমারকে বাদ দিলে মোটামুটি তরুণ দল। ১৯৮৩ সালে আপনিও তো অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতা হিসেবে দেশকে বিশ্বকাপ এনে দেন...

ক্রিকেট ইজ় আ টিম গেম, তাই আমি একা দেশকে বিশ্বকাপ এনে দিইনি, আমার সঙ্গে গোটা টিম ছিল, সাপোর্ট স্টাফ ছিল। তবে যদি আপনি নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পান, সেটা ক্রিকেট মাঠ হোক বা কর্পোরেট অফিস, সবসময় দুটো কথা মাথায় রাখবেন। এক, নিজেকে আগে ভাল করে জানতে হবে। আর দুই, নিজেকে কখনও মিথ্যে বলবেন না। আপনার অহংকার যাতে আপনার কাজে কোনও বাধা সৃষ্টি না করে। হতে পারে নেতা হিসেবে আপনাকে অনেকরকমের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কিন্তু আপনার টিমে যাঁরা অভিজ্ঞ, বয়ঃজ্যেষ্ঠ রয়েছেন তাঁদের সম্মান করতে হবে। তাঁদের মতামতকেও গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলেই কিন্তু আপনি গ্রো করবেন। যিনি ভাল নেতা, তিনি নবীন ও প্রবীণ, উভয়কে নিয়েই চলতে পারেন।

প্র: এবারের টি-২০ বিশ্বকাপে কোন ভারতীয় ক্রিকেটার আপনার পছন্দের তালিকায় ছিলেন?

দেখুন আগেই বললাম, ক্রিকেট ইজ় আ টিম গেম। এত বড় টুর্নামেন্টে সকলের অবদান না থাকলে ভারত চ্যাম্পিয়ন হতে পারত না। সঞ্জু স্যামসন, যশপ্রীত বুমরারা দারুণ খেলেছে ঠিকই, কিন্তু ওদের সঙ্গে দলের বাকি সদস্যদেরও সমান অবদান ছিল ভারতের বিশ্বজয়ের পিছনে। সরকার ও ক্রিকেট বোর্ডেরও ধন্যবাদ প্রাপ্য কারণ তাদের জন্যই আজ আমাদের দেশে ক্রিকেটের জন্য এত উন্নতমানের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে।



গল্ফ খেলে সময় কাটান কপিল

প্র: তরুণ ক্রিকেটারদের আপনি কী পরামর্শ দিতে চাইবেন?

আমি কোনও কেউকেটা নই যে পরামর্শ দেব। এইটুকু বলব যে মাঠে নেমে নিজের সেরাটা দাও। বাকি সব ঠিক থাকবে।

প্র: এই যে আপনি একজন লেজেন্ড হয়েও এতটা বিনয়ী থাকতে পারেন, এটা কী করে সম্ভব?

আপনি যদি কখনও আমার বাড়িতে আসেন দেখবেন, আমার সব ট্রোফি, মেডেল, খেলার মাঠের ছবি, ব্যাট, বল সহ ক্রিকেট সংক্রান্ত সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র বাড়ির একটা ছোট কোণে গুছিয়ে রাখা আছে। সেটা আমার বাড়ির মোট জায়গার মাত্র পাঁচ শতাংশ। বাড়ির বাকি ৯৫ শতাংশ জায়গায় ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছুই নেই। এর মানে হল, আমি বিশ্বাস করি, জীবনের গৌরবময় স্মৃতিগুলোকে লালন করার পাশাপাশি নিজের সেই সোনালি দিনগুলো থেকে বেরিয়ে এসে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। একটা সময় ছিল যখন আমি দেশের হয়ে মাঠে

নামতাম এবং প্রতিটা রান ও উইকেটের জন্য জীবন দিতে পারতাম! কিন্তু এখন সেই রেকর্ডগুলো আমার কাছে স্রেফ একটা উজ্জ্বল পরিসংখ্যান হয়ে রয়ে গিয়েছে, আর কিছু নয়। অতীতে আটকে থেকে আপনি যদি সামনে না এগোন, তা হলে আপনার আয়ু ওখানেই শেষ। সবসময় অতীত আঁকড়ে বেঁচে থাকলে চলবে না।



ফ্রেন্ডলি প্রতিযোগিতায় দেব, ইউসুফ পাঠান সহ বাকিদের সঙ্গে

প্র: এই ইয়ং জেনারেশনের মধ্যে এমন কোন খামতি দেখেন, যেটা শোধরানো প্রয়োজন?

আজকের জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা সকলেই খুব প্রমিসিং। তবে আমি বিশেষ অনুরোধ জানাতে চাই তাদের বাবা-মায়েদের। আপনারা প্লিজ় সন্তানদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না, ওদের নিজেদের মতো করে বড় হতে দিন। আমাদের দেশে ক্রিকেটে অনেক টাকা ও জনপ্রিয়তা বলে অনেক বাবা-মাকে দেখি সন্তানকে জোর করে ক্রিকেটে ভর্তি করছেন। আরে আগে দেখুন আপনার সন্তানের কোন বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে। কয়েকমাস আগে আমার বাড়ির সামনে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি আমাকে খুব করে অনুরোধ করতে থাকেন আমি যদি তাঁর ছেলেকে ক্রিকেটের প্রশিক্ষণ দিই। তিনি এও বলেন, তাঁর ছেলে নাকি ক্রিকেটের সবকিছু জানে। খেলোয়াড়দের সব ডিটেলস থেকে শুরু করে তাঁদের পরিসংখ্যান। আমার প্রতিক্রিয়া ছিল, ও যদি ক্রিকেট সম্পর্কে এতকিছু জেনে থাকে, ওকে ক্রিকেটার নয় হর্ষ ভোগলে তৈরি করুন!

প্র: আপনি যদি ক্রিকেটার না হতেন?

আমি হয়তো একজন চা-বিক্রেতা হতাম এবং পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যেতাম। মজা করলাম, এটা নিয়ে আবার বিতর্ক সৃষ্টি না হয়ে যায়!

আরও আনন্দ

আনন্দলোক

কিছু অসংবেদনশীল মানুষের জন্য আমি সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়ব কেন?: শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়

মুক্তি পেয়েছে, তাঁর নতুন সিরিজ় 'ঠাকুরমার ঝুলি'। শ্রাবন্তী সেই কথা বলার পাশাপাশি জানালেন কোন ধরনের বাংলা ছবি পছন্দ করেন তিনি। তাঁর কথা শুনলেন সায়ক বসু

সায়ক বসু

27-Mar-2026, 12:01AM



শ্রাবন্তী (ছবি: সর্বজিৎ সেন)

প্র: প্রথমেই অনেক শুভেচ্ছা, 'ঠাকুরমার ঝুলি' এত প্রশংসা পাচ্ছে চারিদিকে। আপনার কাজও সমাদৃত হয়েছে।

অনেক ধন্যবাদ। ভীষণ আশা করেছিলাম কাজটা নিয়ে। শেষে যে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে।

প্র: আপনি এই চরিত্রের রেফারেন্স পেলেন কোথা থেকে?

অপর্ণা সেনের 'গয়নার বাক্স' ছবিতে যখন অভিনয় করেছিলাম, তখন খুব কাছ থেকে প্রসেসটা দেখেছিলাম বলে, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ের একটা আন্দাজ ছিল। পাশাপাশি 'শুভ মহরৎ'-এ রাখী গুলজ়ারের চরিত্রটাও তো ছিল। তবে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা যেখান থেকে পেয়েছি, সেটা কিন্তু অ্যানিমেশনে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র সেই ঠাকুরমার কাছ থেকে। মনে আছে, টিভিতে ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল সেটা! ছোটদের কাছে তো বটেই, বড়দের কাছেও। আমি অভিনয় করার সময় ওই চরিত্রটার কথাই মনে রেখেছি।



'ঠাকুরমার ঝুলি' ওয়েব সিরিজ়ে

প্র: আচ্ছা শ্রাবন্তী, এখন অবসরে যদি সুযোগ পান, তা হলে নিজের কোন ছবিগুলো দেখবেন?

সুযোগ খুব একটা যে পাই, তা নয়। তবে পেলে, 'গয়নার বাক্স', 'বুনোহাঁস', 'দেবী চৌধুরানি' দেখারই চেষ্টা করব। কারণ এতে সেই শ্রাবন্তী আছে, যার অভিনয় সত্তা মানুষের সামনে এসেছে।

প্র: এখন সকলেই বলেন, টলিউডে 'বিগ টিকিট' কমার্শিয়াল তৈরির সময় এসেছে। আপনার কী মত?

ভীষণ ভাবে দরকার। আমি কিন্তু সত্যিই মিস করি আমার ওই অবতারটা! এখনও যে মানুষ আমাকে ভালবাসেন, তার জন্য তো দেব, সোহম, জিতদার সঙ্গে জুটি বেঁধে তৈরি ওই ছবিগুলোই দায়ী, তাই না? এখন আমার বেশিরভাগ সহকর্মী প্রযোজক হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যে আমার কথা হয়নি, তা নয়। হতেই পারে, শ্রাবন্তীকে দর্শক আবার ওরকম আগের মতো কমার্শিয়াল ছবিতে দেখলেন! আপনি ঠিকই বলেছেন, ওই ধরনের ছবি খুব দরকার বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

প্র: কিন্তু আপনি নিজের যে ছবিগুলোর উদাহরণ এইমাত্র দিলেন, তাতে কিন্তু কোনও কমার্শিয়াল ছবির নাম নেই!

আপনি জিজ্ঞেস করলেন, নিজের কোন ছবি দেখতে চাই। নিজেকে দেখতে গেলে তো অভিনয়টা দেখতে হবে, তাই না? এই ছবিগুলোয় শ্রাবন্তীর অভিনয় আছে। যেটা আমি জানি, ঠিক কতটা পারি। মানুষ ভালবেসেছেন মানে বুঝতে হবে, আমার অভিনয় নিশ্চয়ই তাঁদের ভাল লেগেছে।



দেব ও শ্রাবন্তী কি আবার ফিরবেন?

প্র: আপনি এখন যে কোনও ছবি বা সিরিজ় তৈরির আগেই কি অভিনয়ের প্রস্তুতি নেন? নাকি সেটা এমনি অবসরেই চলতে থাকে?

এখন ব্যাপারটা না অন-অফের মতো হয়ে গিয়েছে। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে 'অন' হয়ে যাই, পরিচালক কাট বলার পর 'অফ'। এখন আর আলাদা করে কোনও প্রস্তুতি নিতে হয় না। তবে হ্যাঁ, আমি পরিচালকের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি। তিনি ঠিক যেভাবে গাইড করেন, আমি সেভাবে এগিয়ে যাই।

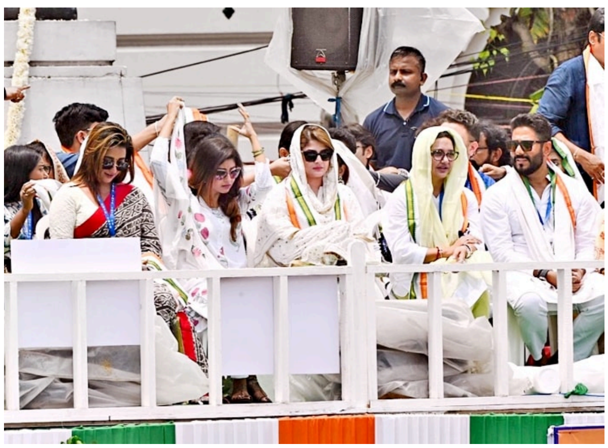
প্র: আপনি নাকি সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে দিয়েছেন ট্রোলের জন্য!

কে বলল? কিছু সংবাদ মাধ্যমে খবরটা বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে সত্যতা একেবারেই নেই। দেখুন, কিছু অসংবেদনশীল মানুষ, যারা আমাকে চেনে না, শুধু ছবি দেখে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে, বডি শেমিং করে, তাদের জন্য আমি সেই মানুষদের বঞ্চিত করব কেন, যাঁরা আমাকে

ভালবাসেন? আমি তো ‘শ্রাবন্তী’ হয়েছি, তাঁদের জন্যই। আমি মাঝে একটু ডিপ্রেসড হয়ে গিয়েছিলাম, সন্দেহ নেই। এইভাবে কুরুচিকর আক্রমণ তো সহ্য করা যায় না, তাই না? কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, এই মানুষগুলো আমার জীবনে কোনও অস্তিত্বই রাখে না। এদের জন্য আমি নিজের মন খারাপ করব কেন?

প্র: কিন্তু আপনার মনে হয় না যে, মানুষ অভিনেত্রী শ্রাবন্তীর চেয়ে আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বেশি কৌতূহল দেখায়?

সেটা তো বটেই। যেটা নিয়ে আলোচনা করে কোনও লাভ হবে না, শুধু কুৎসা ছাড়া... মানুষ তো সেইদিকেই বেশি ধাবিত হয়। কিন্তু কী করা যাবে, এটা আপনাকে মেনে নিতেই হবে। এবং চুপ করে কাজ করে যেতে হবে।



তৃণমূলের সতীর্থদের সঙ্গে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে

প্র: এই কাজের ক্ষেত্রে কি আপনার মনে হয়, শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হলে কাজ করতে সুবিধে হয়?

আমার কিন্তু তেমন কিছু মনে হয়নি কখনও। অনেক ছোট বয়স থেকে অভিনয় করছি। রাজনীতির প্রভাব থাকলে এতদিন অভিনয় করতে পারতাম?

প্র: কিন্তু অনির্বাণ ভট্টাচার্যের ঘটনা নিয়ে তো ইন্ডাস্ট্রি তোলপাড়! আপনিও বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দিলেন...

আমি অনির্বাণের অভিনয়ের যে কী বড় ভক্ত, আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওঁকে বলেওছি সে কথা। ওঁর মতো অভিনেতাকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে না, এটা দর্শক হিসেবে সকলের কাছেই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমি জানি না, ঠিক কী কারণে ওঁর এই সমস্যা হচ্ছে। আর আমি রাজনৈতিকভাবে অবস্থান বদল করেছি, আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের কারণে। সেটা নিয়ে আমি প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাই না।

প্র: আপনার নাকি ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছে ছিল!

একেবারেই না। কে বলেছে এ কথা? আমি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বা নেব, সেটা বাড়ির সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই। এতে কিন্তু কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। অনেকেই অনেক কথা বলেন বাইরে। কিন্তু তার সবকিছু সত্যি নয়। এবারে ভোটে দাঁড়াতে চাওয়ার ইচ্ছেটা তো নয়ই।

জ়ুম ইন

সুস্মিতার মনের কথা

তিনি এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। তাঁর অস্ত্র বলতে স্নিগ্ধ রূপ, মায়াবী কথা ও লাবণ্যময়ী হাসি। কলকাতায় একটি টক শোয়ে উপস্থিত সুস্মিতা সেন। তাঁর কথা শুনলেন আসিফ সালাম

আসিফ সালাম

27-Mar-2026, 12:01AM



সুস্মিতা সেন (ফোটো: অনির্বাণ সাহা)

“আমি দুই বাচ্চার মা, কিন্তু আমি বিবাহিত নই। এটাই হয়তো নারী হিসেবে আমার ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি জীবন্ত উদাহরণ।” সম্প্রতি কলকাতায় বাইপাস সংলগ্ন পাঁচতারা হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েটে, নারী-ক্ষমতায়ন ও নিজের বর্ণময় জীবন নিয়ে টক শোয়ের মাঝে, সুস্মিতা সেনের এই কথাগুলোয় সবচেয়ে বেশি হাততালি শোনা গেল। কলকাতা লেডিজ় স্টাডি গ্রুপ আয়োজিত

এই টক শোয়ে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুস্মিতা। কালচে রংয়ের কো-অর্ড, সঙ্গে অফ হোয়াইট স্টিলেটোজ়ে, ১৯৯৪ সালের মিস ইউনিভার্সকে দেখলে কে বলবে যে তিনি এবছর ৫০-এ পা দেবেন! তাঁর রূপের ছটা, শরীরী আবেদন, মায়াবী দৃষ্টি, জ্ঞানদীপ্ত হাসি...যে কোনও পুরুষহৃদয়ে ঝড় তোলে। তাঁর দিক থেকে যেন চোখ ফেরানো যায় না। তবে নিজের বয়স এবং সেই সঙ্গে চেহারা ধরে রাখার জন্য যে সমস্ত কৃত্রিম পদ্ধতি বর্তমান সময়ে ব্যবহৃত হয়, সেই নিয়েও কোনও রাখঢাক নেই সুস্মিতার। জোর গলায় তিনি জানান, "২০২৪ সালে টেলিভিশন সিরিজ় 'তালি'-তে আমি এক ট্রান্সজেন্ডার চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। চরিত্রটি এতটাই ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করেছিল যে, এখন মুম্বইয়ের ট্র্যাফিক সিগনালে কোনও ট্রান্সজেন্ডার আমার গাড়ির সামনে এলে আমার থেকে টাকা চায় না। বলে, 'তু তো অপনি হ্যায়!' এই সিরিজ়ের পরিচালক রবি যাদব অনড় ছিলেন যে চরিত্রটির জন্য আমাকে কোনও প্রস্থেটিক মেকআপ ব্যবহার করতে দেবেন না। অগত্যা জীবনে প্রথমবার আমি মুখে ফিলার্স ব্যবহার করি। বলতে লজ্জা নেই, মুখের বলিরেখাকে মসৃণ করতে ও ত্বকের হারানো ভলিউমকে পুনরুদ্ধার করতে আমি এখন প্রায়ই ফিলার্স ব্যবহার করি। বয়স হচ্ছে সেটা আমার হাতে নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের যত্নও তো নিতে হবে।" কিন্তু একদিকে যেখানে সুস্মিতা নারী স্বাধীনতার কথা বলছেন, নারী মানেই কেবল সাজানো প্রপ নয় এই কথাও বলছেন, তখন অন্যদিকে এই বাহ্যিক সৌন্দর্য অক্ষত রাখার এত প্রয়াস কেন? প্রতিবেদকের প্রশ্নের উত্তরে সুস্মিতার সাফ জবাব, "কারণ আমি রুপোলি পর্দার মানুষ। নিজের বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদর্শন করে আমার কেরিয়ারের ভিতকে শক্ত করতে হয়। এখন এত সুন্দরী, ইয়ং নায়িকারা ইন্ডাস্ট্রিতে চলে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে আমাকে তো কেউ আর কাজ দেবেন না। বাতিলের খাতায় ফেলে দেবেন! এবার আপনি যদি বলেন নায়িকা হিসেবে কাজ পেতে গেলে বাহ্যিক সৌন্দর্যই কেন জরুরি, এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। এই স্ট্যান্ডার্ড অনেকদিন আগেই সেট হয়ে গিয়েছে, আর দর্শক পছন্দ করেন বলেই এটা হয়েছে।"



শাহরুখ-সুস্মিতার সেই জনপ্রিয় গানের দৃশ্য

লেখার শুরুতেই সুস্মিতার যে কথাগুলো কোট করলাম, সেই প্রসঙ্গে যখন প্রশ্ন করা হয়, স্ট্রেট ব্যাটে মাঠের বাইরে বল পাঠিয়ে দেন সুন্দরী! মেয়েরা বড় হয়েছে, স্বামী নেই, কখনও একাকিত্ব তাঁকে গ্রাস করে না? উত্তরে সুস্মিতা বলেন, "আমি নিজের সঙ্গ সবচেয়ে বেশি উপভোগ করি। কারণ আমি জানি, আমার মতো এন্টারটেনিং, ফানি এবং এনগেজিং মানুষ আর একটাও নেই। তাই আমি নিজেকেই নিজের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছি। নিজের সঙ্গে সময় কাটাই, কথা বলি। আই লভ সাইলেন্স। আমি সব ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী, কোনওকিছুর জন্য আমাকে কারও উপর নির্ভরশীল হতে হয় না। জীবনে এরকম অনেক কঠিন পরিস্থিতি এসেছে সেটা কেরিয়ারের ক্ষেত্রে হোক, ব্যক্তিগত জীবন হোক, যেখানে আমাকে অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। অনেক লড়াই লড়তে হয়েছে। কিন্তু আমি হার মানিনি। একদিন নিশ্চয়ই আমি নিজের জীবন নিয়ে একটা বই লিখব, সেখানে সব জানতে পারবেন। একটা সময় আমি এতটাই আর্থিক অনটনে ভুগেছি যে আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে হয়তো অবসাদে চলে যেতেন। কিন্তু আমার লড়াই আমি বন্ধ করিনি। আজ এতবছর পর আমি মনে করি, জীবনে এখনও অনেক কিছু করা বাকি রয়ে গিয়েছে। 'আর্যা'র মতো আরও কাজ করতে চাই। জিমন্যাস্টিক্স করছি, সেটা আরও উন্নত করতে চাই। এবার মার্শাল আর্টস ট্রেনিং শুরু করছি। মা-বাবা-মেয়েকে নিয়ে ওয়ার্ল্ড টুর করতে চাই। এখনও আমাদের সমাজে বাড়িতে মেয়ে জন্মালে অনেকেই অবসাদে চলে যান। মেয়েরা নাকি পরিবারের জন্য অশুভ। সত্যি, এঁদের একটু শুভবুদ্ধি হোক। মেয়ে না থাকলে মনুষ্যজাতি এগোবে কী করে! পুরুষরা তো আর একা বাচ্চা জন্ম দিতে পারবে না!"

টক শো যখন সিরিয়াস দিকে ঘুরে গিয়েছে, তখন সুস্মিতা নিজেই সেটাকে হালকা করার জন্য নিয়ে আসেন রোম্যান্স কিং শাহরুখ খানের কথা। শাহরুখের সঙ্গে 'ম্যায়ঁ হুঁ না' ছবিতে 'তুমহে জো ম্যায়ঁনে দেখা' একটি কাল্ট গান। সেই গানের শুট দার্জিলিংয়ের যেখানে হচ্ছিল সেই জায়গা তখন বরফশীতল ঠান্ডা। তার মধ্যে সুস্মিতাকে পরতে দেওয়া হয় একটি ফিনফিনে শিফনের শাড়ি। "আর বলবেন না। শাহরুখ তো দিব্যি ভিতরে কটস উল পরে রয়েছে, আর আমাকে দেওয়া হয়েছে ফিনফিনে শাড়ি। তাও আমি কোনওমতে শাড়িটিকে অনেকটা উপর তুলে পরি যাতে যতটা পারা যায় স্কিনটা কভারড থাকে। ওমা, আমাদের পরিচালক ফারহা খান এসে বলে, শাড়িটা হিপলাইনের নীচে পরতে হবে! অগত্যা পরিচালকের নির্দেশে শাড়িটি নীচু করে পরে যেই সেটে গিয়েছি, ফারহা বলল ব্লোয়ার চালাতে! আমি কাঁপছি, কিন্তু শাহরুখ এতটাই উষ্ণতা ছড়িয়ে দেয় যে আমি কিছুটা হলেও স্বস্তিবোধ করি। গানের একটি দৃশ্যে ও আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত দুটো ছড়িয়ে দেবে। আর আমি শাড়ির আঁচল দিয়ে ওর মুখটা ছুঁয়ে চলে যাই। এটা কিন্তু ফারহার শটে ছিল না, পুরোটাই আমার আর শাহরুখের ইম্প্রোভাইজ়েশন ছিল," শুটিংয়ের বিহাইন্ড দ্য সিন গল্পটা বললেন সুস্মিতা।



'তালি' সিরিজ়ের দৃশ্যে সুস্মিতা

অনুষ্ঠান প্রায় শেষ লগ্নে। সুস্মিতা জানান কলকাতায় যখন এসেছেন, তখন শপিং মাস্ট। এরপরেই তিনি তাঁর সহকারীকে নিয়ে শপিংয়ে যাবেন। কিন্তু শপিং মল তাঁর পছন্দ নয়। "নায়িকাদের

সম্পর্কে সাধারণ মানুষের একটা খুব সাধারণ ধারণা আছে, আমরা বুঝি মাটিতে পা দিয়ে চলি না। একটা ফ্যান্টাসি জগতে থাকি। আসলে সেসব কিছুই নয়। আমি কিন্তু এখনও মলে গিয়ে শপিং করতে পছন্দ করি না কারণ ওখানে দর-দাম করতে পারি না। আমি চুটিয়ে দর-দাম করি। দরদাম করে জিনিস কেনার মজাই আলাদা।”

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত আয়োজক এবং অতিথিদের প্রায় সকলের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তোলেন নায়িকা। তাঁদের মধ্যে একজনের জন্মদিন শুনে সেই সদস্যার জন্য জন্মদিনের গানও সকলের সঙ্গে গেয়ে শোনান। হতে পারে তিনি বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় সেলেব, কিন্তু সেই স্টারসুলভ মনোভাব তাঁর মধ্যে দেখা গেল না। একটি মাত্র ছবিতে অভিনয় করার পরেও বলিউডের লোকজন যেরকম এক ডজন বাউন্সার নিয়ে ঘোরেন, সুস্মিতার পাশে দেখলাম শুধুমাত্র একজন সিকিয়োরিটি গার্ড। এই দৃশ্য সত্যি বিরল, ঠিক যেমন বিরল সুস্মিতার বুদ্ধিমত্তা।

আরও আনন্দ

আনন্দলোক

অস্কার ২০২৬: একটি রাজনৈতিক বক্তব্য

কেউ মঞ্চে উঠে, কেউ অনুপস্থিতির মাধ্যমে পরিষ্কার করেছেন নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান। ২০২৬-এর অস্কার সেরেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছে। লিখছেন অংশুমিত্রা দত্ত

অংশুমিত্রা দত্ত

27-Mar-2026, 12:01AM



কুশলীদের সঙ্গে সেরা পরিচালক পল থমাস অ্যান্ডারসন

গত বছর, মানে ২০২৫ সালে অস্কার সেরেমনির ভিউয়ারশিপ ছিল ২০ মিলিয়ন। এবছর তা নয় শতাংশ কমে ১৭.৮৬ মিলিয়ন। বিষয়টা বেশ আশ্চর্যের। কারণ ২০২৬-এর অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের সবচেয়ে বড় লড়াই ছিল সেরা ছবির। একদিকে 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার'-এর মতো প্রশংসিত ছবি, অন্যদিকে 'সিনার্স', যা বাণিজ্যিক সাফল্য এনে দিয়েছে হলিউডকে।



জেসি বাকলি এবং মাইকেল বি জর্ডান: সেরা অভিনেত্রী ও সেরা অভিনেতা

সেই লড়াইয়ে সেরা ছবি এবং সেরা পরিচালকের খেতাব জিতেছে পল থমাস অ্যান্ডারসনের ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। তবে রাতটা ‘সিনার্স’-এর জন্যও ভাল গেছে। সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন মাইকেল বি জর্ডান, মৌলিক চিত্রনাট্যের জন্য পরিচালক রায়ান কুগলার বিজয়ী হয়েছেন। ‘দেয়ার উইল বি ব্লাড’, ‘ফ্যান্টম থ্রেড’ এবং ‘লিকোরিস পিৎজ়া’র জন্য পূর্বে তিনবার মনোনীত হন পল থমাস অ্যান্ডারসন।



অটাম ডুরাল্ড আরকাপও পেলেন সেরা

সিনেমাটোগ্রাফারের পুরস্কার

ফলে তাঁর জয় নিয়ে উচ্ছ্বসিত সিনেপ্রেমীরা। মাইকেল বি জর্ডানের জয় অনেকটাই বাণিজ্যিক সিনেমার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনে। কারণ গোল্ডেন গ্লোব জিতেছেন টিমোথি শ্যালামে। বাফটা জিতেছেন 'আই সোয়্যার'-এর নবাগত রবার্ট আরামায়ো। দ্বিতীয়ত, 'সিনার্স' একটি নির্দিষ্ট জঁরের সিনেমা। হরর, ভ্যাম্পায়র জঁর।



ডাকোটা ও এল ফ্যানিংয়ের সঙ্গে কাইলি

সেই জঁর থেকে সাধারণত সেরা অভিনেতা বা ছবি বিজয়ের স্বপ্ন কেউ দেখে না। চমক ছিল ‘ওয়েপনস’-এর আন্ট গ্ল্যাডিসের ভূমিকায় এমি ম্যাডিগানের সেরা সহ-অভিনেত্রী হিসেবে অস্কার জয়ও। সেটিও একটি পুরো দস্তুর হরর জঁরের ছবি। সেরা সহ-অভিনেতা শন পেন (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার) বাফটার মতো অস্কার অনুষ্ঠানেও অনুপস্থিত।



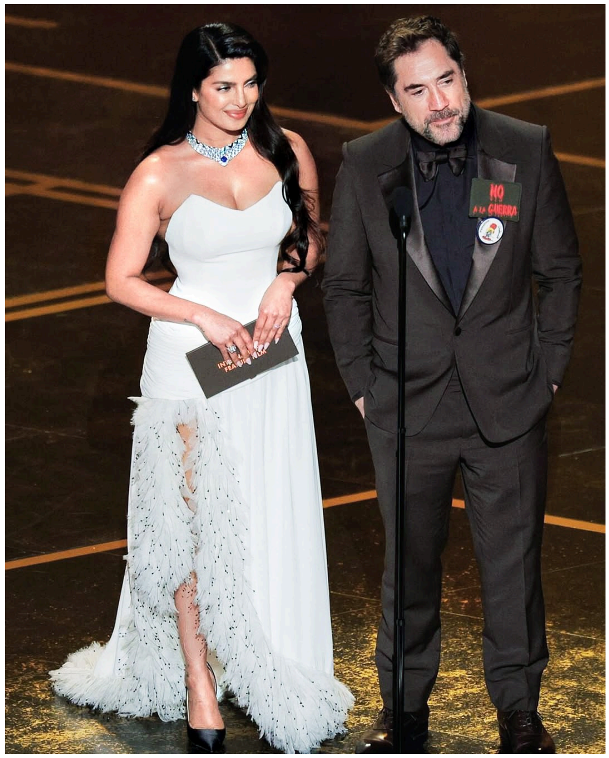
রবার্ট ডাউনি জুনিয়র ও ক্রিস ইভান্স

এবছরের অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে একটি নতুন পুরস্কার বিভাগের অভিষেক হয়েছে। সেরা কাস্টিংয়ের বিভাগ। নিঃসন্দেহে সিনেমার ক্ষেত্রে কাস্টিং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই বিভাগে 'সিনার্স', 'মার্টি সুপ্রিম', 'হ্যামনেট'-কে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার'-এর কাস্টিং ডিরেক্টর কাসান্ড্রা কুলুকুন্দিস।



সেরা সহ-অভিনেত্রী এমি ম্যাডিগানের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জোয়ি সালদানা

কাসান্ড্রা বহু বছর ধরেই কাজ করছেন পল অ্যান্ডারসনর সঙ্গে। তবে 'দ্য ব্রুটালিস্ট', 'হ্যারল্ড অ্যান্ড কুমার গো টু দ্য হোয়াইট কাসল'-এর মতো ছবির কাস্টিংও করেছেন। এই প্রথম কোনও নারী চিত্রগ্রাহক অস্কার জিতলেন। কথা হচ্ছে 'সিনার্স'-এর সিনেমাটোগ্রাফার অটাম ডুরাল্ড আরকাপও-এর। এর আগেও তিনবার মহিলা সিনেমাটোগ্রাফাররা এই বিভাগে মনোনীত হয়েছেন। কিন্তু বিজয় এই প্রথম।



মঞ্চে প্রিয়ঙ্কা চোপড়া ও হাভিয়ের বার্দেম

বলা হয়, সিনেমার কিছু-কিছু বিভাগ পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। অটামের এই জয় সেই জেন্ডার স্টিরিয়োটাইপ থেকে মুক্ত করল সিনেমাকে। সেরা অভিনেতার অস্কার জেতার দৌড়ে হয়তো টিমোথি শ্যালামে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্ধত অস্কার ক্যাম্পেনকে অ্যাকাডেমি ভাল চোখে দেখেনি।



লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও।

বিশেষত কিছুদিন আগে তিনি বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন যে, ব্যালে এবং অপেরার আর্ট ফর্ম নিয়ে কেউ ভাবিত নয়। তা খুবই সমালোচিত হয়। অস্কারের প্রচার কৌশলে এর পর হয়তো আরও মননের ব্যবহার করবেন মনোনীতরা। নেগেটিভ ক্যাম্পেন উল্টো দিকেও তির ছুড়তে পারে বইকি। 'হ্যামনেট'-এর জন্য জেসি বাকলির সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার বিজয় কোনও চমক নয়।



এল ফ্যানিংয়ের সঙ্গে আড্ডায় টিমোথি শ্যালামে ও কাইলি জেনার

গোল্ডেন গ্লোব, বাফটা, ক্রিটিকস চয়েস এবং এবার অস্কার, সমস্ত পুরস্কারই তিনি এবার ‘হ্যামনেট’-এর জন্য জিতেছেন। সেরা অভিনেত্রী বিভাগে প্রথম আইরিশ অভিনেত্রী হিসেবে জেসি পুরস্কারটা জিতলেন। নরওয়ের ছবি, ইয়াকিম ট্রিয়ের পরিচালিত ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’ বিজয়ী হল সেরা আন্তর্জাতিক ছবি বিভাগে।



দুই বন্ধু: ডেমি মুর ও নিকোল কিডম্যান

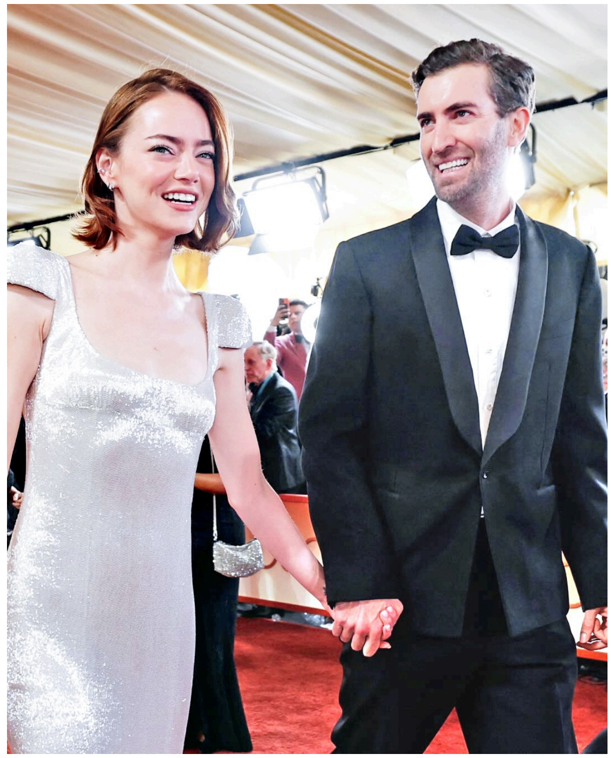


পল থমাস অ্যান্ডারসনের সঙ্গে কাসান্ড্রা কুলুকুন্দিস

এই বিভাগের প্রেজেন্টার হিসেবে মঞ্চে উঠেছিলেন প্রিয়ঙ্কা চোপড়া এবং হাভিয়ের বার্দেম। সুটে রাজনৈতিক ব্যাজ লাগানো বার্দেম মাইকে প্রথম যে কথা বলেন, তা হল, 'যুদ্ধ বন্ধ করুন। প্যালেস্তিনকে স্বাধীন করুন' (Say no to war and Free Palastine)। ইজ়রায়েলের জিনোসাইডকে বরাবর ধিক্কার জানানো বার্দেম মাতৃভাষা স্প্যানিশে No a la Guerra (No to war) লেখা ব্যাজ পরে ছিলেন।



বান্ধবি গ্রেসির সঙ্গে পল মেসক্যাল



স্বামীর সঙ্গে এমা স্টোন

তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত প্রিয়ঙ্কা চোপড়া বেশ সমালোচিত হয়েছেন। শত হোক, তিনি ইউনিসেফের গুডউইল অ্যাম্বাসাডর বলে কথা! তার আগে সঞ্চালক জিমি কিমেল ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে মজা করেন। ইয়াকিম ট্রিয়ের পুরস্কার নিয়ে বলেন, ‘এমন নেতাদের জন্য যেন আমরা ভোট না করি, যারা শিশুদের মারে।’



রেড কার্পেটে প্রিয়ঙ্কা ও নিক জোনাস

সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন ডেভিড বোরেনস্টাইন। তিনি সেরা ডকুমেন্টরির পুরস্কার বিজয়ী 'মিস্টার নোবডি আগেনস্ট পুতিন' ছবির প্রযোজক এবং সহ-পরিচালক। তাঁর ছবির বিষয় রাশিয়ার যুদ্ধ এবং স্কুল প্রপাগান্ডা। তিনি বলেন, "সাধারণ নাগরিকের হাতেও রক্ত লেগে থাকে যখন আপনার নেতা মানুষ মারে এবং আপনি চুপ করে বসে থাকেন..."



নজর কাড়ে পেদ্রো পাস্কালের বৃহৎ ব্রুচ



অ্যান হ্যাথওয়ে

২০২৬-এর অস্কার অনুষ্ঠান বেশ রাজনৈতিক। এই যুদ্ধের আবহে যখন সিনেমার সবচেয়ে প্রতীক্ষিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হল, তখন উদ্‌যাপনের মাঝেও নিজেদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্তব্য ভুলে যাননি শিল্পীরা। সেরা সহ-অভিনেতা হিসেবে পুরস্কৃত শন পেন কেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না? কারণ তিনি তখন ইউক্রেনে।



জেন্ডায়ার হাত ধরে রবার্ট প্যাটিনসনজেন্ডায়ার হাত ধরে রবার্ট প্যাটিনসন

ইউক্রেনে রাশিয়ার অনুপ্রবেশ নিয়ে ‘সুপার পাওয়ার’ নামের যে তথ্যচিত্র শন তৈরি করছেন, তার জন্য প্রায়শই ইউক্রেনে থাকেন, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নিজের রাজনীতি তাঁর কাছে পরিষ্কার। তার জন্য অস্কার বা বাফটার মতো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁর কোনও দুঃখ নেই।

বিজয়ী তালিকা

সেরা ছবি : ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার

সেরা পরিচালক : পল থমাস অ্যান্ডারসন (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার)

সেরা অভিনেত্রী : জেসি বাকলি (হ্যামনেট)

সেরা অভিনেতা : মাইকেল বি জর্ডান (সিনার্স)

সেরা সহ-অভিনেত্রী : এমি ম্যাডিগন (ওয়েপনস)

সেরা সহ-অভিনেতা : শন পেন (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার)

সেরা অ্যানিমেটেড ছবি : কেপপ ডিমন হান্টার্স

সেরা আন্তর্জাতিক ছবি : সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু

সেরা তথ্যচিত্র (পূর্ণদৈর্ঘ্যের) : মিস্টার নোবডি এগেনস্ট পুতিন

সেরা চিত্রনাট্য (মৌলিক) : রায়ান কুগলার (সিনার্স)

সেরা চিত্রনাট্য (অ্যাডাপ্টেড) : পল থমাস অ্যান্ডারসন (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার)

সেরা গান (মৌলিক) : কেপপ ডিমন হান্টার্স

সেরা আবহসঙ্গীত : লাডউইগ গোরানসন (সিনার্স)

সেরা সিনেমাটোগ্রাফি : অটাম ডুরাল্ড আরকাপও (সিনার্স)

সেরা সম্পাদনা : অ্যান্ডি জার্গেনসেন (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার)

সেরা প্রোডাকশন ডিজাইন: তামারা ডেভারেল ও শেন ভিও (ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন)

সেরা তথ্যচিত্র (স্বল্পদৈর্ঘ্যের) : অল দি এমটি রুম্স

সেরা ভিশুয়াল এফেক্টস: অ্যাভটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ

সেরা পোশাকশিল্প : কেট হলি (ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন)

সেরা কাস্টিং : ক্যাসান্ড্রা কুলুকুন্দিস (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার)

ছোটপর্দার তারা

আরও
আনন্দ

আনন্দলোক

বাবার কোনও সিনেমা দেখতে এখনও ভয় হয়: সাইনা চট্টোপাধ্যায়

টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন নাম, প্রয়াত অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সাইনা চট্টোপাধ্যায়। বাবার জন্যই তাঁর এই পেশায় আসা। তবে অভিনয়ে বেশ পটু সাইনা। ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছেন নিজের ফ্যানবেস। তাঁর মনের কথা শুনলেন সাগরিকা চক্রবর্ত্তী

সাগরিকা চক্রবর্ত্তী

27-Mar-2026, 12:01AM



সাইনা চট্টোপাধ্যায়

প্র: কিছু দিন আগেই ক্লাস টেনের বোর্ড পরীক্ষা শেষ হয়েছে। শুটিং আর পড়াশোনার চাপ, দুটো একসঙ্গে কীভাবে সামলেছেন?

সত্যি বলতে গেলে, এটা আমার জন্য বিশেষ কঠিন কিছু নয়। এমন নয় যে আমি খুবই বুদ্ধিমতি বা পড়াশোনায় খুব ভাল। আসলে শুটিং শুরুর আগে মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলাম। যেটা করতেই হবে, সেটা নিয়ে চিন্তা না করে, সাহস নিয়ে এগিয়ে যাওয়াটাই শ্রেয় বলে মনে করেছি। শুটিংয়ের মাঝে সময় পেলে পড়াশোনা করেছি। আবার শুটিং শেষে বাড়ি গিয়ে পড়েছি।

প্র: অভিনয়ে আসার ইচ্ছে কি ছোট থেকেই ছিল? নাকি অন্য কিছু করার কথাও ভেবেছেন?

অভিনয়টাই আমার প্যাশন। কিন্তু এর পাশাপাশি পড়াশোনাও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সাইকোলজি নিয়ে বেশ আগ্রহ রয়েছে আমার। হয়তো অভিনয়ে না এলে ওটা নিয়েই এগোতাম।



ধারাবাহিকের সেট থেকে, শুটিং চলাকালীন

প্র: 'কনে দেখা আলো' ধারাবাহিকে যে চরিত্রে আপনি অভিনয় করছেন, তা বয়সে, স্বভাবে আপনার চেয়ে একেবারে আলাদা। কঠিন মনে হয়?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। এই 'লাজু' চরিত্রটার সঙ্গে আমার কোনও মিল নেই। 'লাজু' যে-ভাবে বড়

হয়েছে, যেমন তার পারিবারিক অভিজ্ঞতা, কথা বলার ধরন... সব কিছুর সঙ্গেই আমার বিস্তর পার্থক্য। প্রথম-প্রথম সত্যিই কঠিন মনে হত। এখনও মনে হয়। তবে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে শিখেছি। এখন মনে হয়, ওই চরিত্রটা আমারই একটা অংশ। বুঝতে শিখেছি, চরিত্রের প্রয়োজনে কী করতে হবে, আর কী করা যাবে না। কিন্তু চরিত্রের গভীরতার দিকটা মাথায় রাখলে, এখনও বেশ কিছু ভাবনা-চিন্তা করতে হয়।

প্র: এই যে একটু আগে অভিনয়কেই প্যাশন বললেন, সেই শুরুটা কি বাবাকে দেখেই?

ছোটবেলা থেকে বাবার জন্যই অভিনেতা হতে চেয়েছি। বাবা আমার হিরো। আমার রোল মডেল। বাবার সব কিছুতেই আমি মুগ্ধ। ছোটবেলার সেই স্বপ্নটাই পূরণ করার চেষ্টায় রয়েছি।

প্র: তাহলে নিশ্চয়ই ছোট থেকে বাবার সিনেমা দেখেছেন বা এখনও দেখেন?

আমি বাবার সিনেমা প্রায় দেখি-ই না। আমার মনে আছে, খুব ছোটবেলায় বাবার একটা সিনেমা দেখতে শুরু করেছিলাম। ওখানে এক মহিলা বাবাকে খুব মেরেছিল। আর সেটা দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তখন থেকেই বাবার ছবি দেখতে ভয় করে। মনে হয়, বাবাকে হয়তো খুব মারবে। তবে ছোট ছোট ক্লিপিংসগুলো দেখি। খুবই মজার সেগুলো।



মায়ের সঙ্গে সুন্দর মুহূর্ত

প্র: তার মানে প্রিয় সিনেমার তালিকায় বাবার কোনও সিনেমা নেই?

ঠিক তা নয়। আপনাকে এতক্ষণ যেটা বললাম, ওটা মজার একটা স্মৃতি বলতে পারেন। তবে শুনেছি 'গীত সঙ্গীত' ছবিটা বাবার প্রথম হিট ছবি। দেখা হয়নি। কিন্তু ছবিটা সম্পর্কে এত ভাল রিভিউ পেয়েছি, শুনেই আপ্লুত হয়ে যাই। আর যতটুকুই দেখি না কেন, আমি সব সময় বাবাকে দেখেই অভিনয় শেখার চেষ্টা করি। অভিনয়ে আসার ইচ্ছে হোক বা অভিনয় নিয়ে ধারণা... আমার সমস্ত জ্ঞানের উৎস বাবা। আমি আমার নিজস্ব পরিচয় ও স্বকীয়তা বজায় রেখে বাবাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করি।

প্র: ছোট থেকেই তো অভিনয়ের সঙ্গে একটা যোগ রয়েছে আপনার। এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রিয় অভিনেতা কে?

এটার উত্তর সব সময়ের জন্য... আমার বাবা।

প্র: এই সময়ে দাঁড়িয়ে আপনার সবচেয়ে বড় সাপোর্ট সিস্টেম কে?

আমার মা, আমার বন্ধুরা। আর এই মুহূর্তে 'কনে দেখা আলো'র পুরো টিমকেও রাখব এই তালিকায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার চারপাশে থাকা প্রতিটি মানুষের থেকে যে ভালবাসা এবং সাপোর্ট পেয়েছি, তাতে আমি কৃতজ্ঞ। বাবা মারা যাওয়ার পর (২০২২) থেকে, মা আমার সবচেয়ে বড় সাপোর্ট সিস্টেম। মা সব সময় সব কিছুতে আমাকে গাইড করে, সঠিক রাস্তা দেখায়। কিন্তু সেটা আমার মতামত ও সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান রেখেই। আর কাজের জায়গা থেকে সাপোর্ট পাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই দিক থেকেও আমার ধারাবাহিকের টিম এবং প্রোডাকশনের সকলে খুব বিবেচক। সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।



বাবার সঙ্গে সুন্দর মুহূর্ত

প্র: তারকা সন্তান মানেই বাড়তি চাপ। বরাবর অভিযোগ ওঠে, তারা নাকি বাড়তি সুযোগ পায়। আপনাকেও স্বজনপোষণ নিয়ে অনেক কথাই বলা হয়। এই বিষয়গুলো আপনার উপর কতটা প্রভাব ফেলে?

এগুলো নিয়ে আমি বিশেষ ভাবি না। বলা ভাল, আমার উপর এ সব বিষয় কোনও প্রভাব ফেলে না। ছোট থেকে শুনেছি, এই ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নাকি অনেক কথা শুনতে হয়, অনেক কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়। যদিও মন থেকে এগুলো বিশ্বাস করিনি কোনওদিন। যে বিষয়গুলো আমার প্রাপ্য নয়, বা যেগুলো আমার শোনার কথা নয়, সেরকম কোনও বিষয়ের সঙ্গে কোনওদিন সহমত পোষণ করিনি। আর যদি সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বলেন, তাহলে বলব আমি কোনও মন্তব্য পড়ি না। যদিও বা পড়ি, তাহলে নেগেটিভ মন্তব্যগুলো এড়িয়ে চলি। কারণ যারা আমার সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলে, তারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে না, জানে না। আমার জীবনে তাদের কোনও অবদান নেই। তবে হ্যাঁ, যদি কাজ নিয়ে কোনও মন্তব্য চোখে পড়ে, অবশ্যই চেষ্টা করি ভুলটা শুধরে নিজেকে আরও উন্নত করতে।

প্র: অভিনয়ের জার্নিটা শুরু হল টেলিভিশন থেকে। বড় পর্দায় অভিনয়ের চেষ্টা কি এখন থেকেই করছেন? নাকি আপাতত ছোটপর্দাতেই মন?

ইচ্ছে তো রয়েইছে। মানে সে দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই আমার লক্ষ্য। তবে ছোট থেকে পথচলা

শুরু করে, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া এবং নিজেকে আরও উন্নত করাটাই আমার কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ। সাফল্যের সেরা গল্পগুলো এভাবেই শুরু হয়।

সুর ও কথা

আরও আনন্দ

আনন্দলোক

যাত্রা শুরু 'অরমান' হিসেবে। পদবি লিখিনি: অরমান মালিক

প্লে-ব্যাক গায়ক, ইন্ডি পপস্টার, ভয়েস আর্টিস্ট... এই সবক'টিই অরমান মালিক-এর পরিচয়। বর্তমানে ভারতীয় সঙ্গীত জগতে হালহকিকত নিয়ে তাঁর মুখোমুখি অংশুমিত্রা দত্ত। আনন্দলোক-এর আবদার মিটিয়ে প্রথমে গেয়ে শোনালেন 'বোল দো না জ়রা'... গানে গানে শুরু হল সাক্ষাৎকার।

অংশুমিত্রা দত্ত

27-Mar-2026, 12:01AM



অরমান মালিক (ছবি: জাভেদ ইব্রাহিম)

অনেকবছর আগে আপনি বলেছিলেন দাদা অমালের সঙ্গে আপনার 'টম অ্যান্ড জেরি' সম্পর্ক। এখন সেই সমীকরণ ঠিক কেমন?

এখনও আমরা টম অ্যান্ড জেরি। আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে একটা বিশেষ ব্যাপার হল, কেউ 'ফেক' নই। যা আমাদের মনে আছে পরস্পরকে বা পরস্পরের ব্যাপারে বলে দিই। ওর রাগ হলে, আমাকে যা খুশি বলতে পারে। ও একটু বেশি বলে, আমি কম বলি। কিন্তু কোনও কথা আমরা আমাদের মনের মধ্যে চেপে রাখি না কখনও।

আপনি তো এড শিরানের সঙ্গে এক মঞ্চে গান গেয়েছেন, ওর সঙ্গে কোল্যাবরেট করেছেন। এই কোল্যাব সংস্কৃতিতে আপনার প্রিয় কোল্যাবরেটর কে?

অবশ্যই অমাল। এড শিরানের সঙ্গে আমার হায়দরাবাদের কোল্যাব খুবই জনপ্রিয় হয়। তবে আপনার আগের প্রশ্নের রেশ টেনেই বলি, অমাল এবং আমার একসঙ্গে গান কবে আসবে, এটা নিয়ে আমাদের শ্রোতারা উদগ্রীব হয়ে থাকেন। আমাদের সম্পর্কের যে সততা, দুই বিপরীত মেরুর মানুষ হলেও, কাজের ব্যাপারে এটা খুব সাহায্য করে। যে কাজটা আমরা করি, সেটা সৎ প্রচেষ্টা হিসেবে শ্রোতার কাছে পৌঁছয়। এর চেয়ে বড় আনন্দের কী হতে পারে যে আমার ভাই আমার প্রিয় কোল্যাবরেটর!



এড শিরানের সঙ্গে এক মঞ্চে, তাঁর কোল্যাবরেটর অরমান

আপনি তো শিশুশিল্পী হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিন্তু যবে থেকে প্রাপ্তবয়স্ক গায়ক হিসেবে কাজ শুরু করেছেন, ফিল্ম সঙ্গীতের পাশাপাশি নন-ফিল্ম গানও গেয়েছেন, যা ভীষণ জনপ্রিয় ('ম্যায়ঁ রহুঁ ইয়া না রহুঁ')। অরিজিৎ সিংহ প্লে-ব্যাক ছেড়ে দিয়েছেন। হয়তো শুধুই নন-ফিল্ম গান গাইবেন। এটা কতটা নিরাপদ সিদ্ধান্ত বলে আপনার মনে হয়?

একদিকে নিরাপদ, অন্যদিকে ঝুঁকিপূর্ণ। দেখুন আগে সঙ্গীতের দুনিয়ায় এত শিল্পী ছিলেন না, যত এখন আছেন। তার মধ্যে এমন উদাহরণও রয়েছে যে নন-ফিল্ম গান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজ়িক করে অনেকে সাফল্য পেয়েছেন। তাঁদের ফ্যানবেস তৈরি হয়েছে। এখন যে কেউ, বাড়িতে বসেও একটা হিট গান উপহার দিতে পারে। কিন্তু যেহেতু মার্কেট এত কম্পিটিটিভ, সেখানে নিজের গানকে তৈরি করা, প্রমোট করা বেশ কঠিন। গানের প্রচারে কোটি-কোটি টাকা খরচ হয়। প্রযোজক সেই খরচটা বহন করেন সিনেমার ক্ষেত্রে। কোনও নায়কের লিপে থাকে সেই গান। এই পুরো ব্যাপারটা স্বাধীনভাবে করা কঠিন। তাই অন্যদিক থেকে এই সিদ্ধান্ত ঝুঁকিপূর্ণও বটে।



মা জ্যোতি, বাবা ডব্বু ও দাদা অমালের সঙ্গে।

দিলজিৎ দোসাঞ্জ কোচেলার মতো বিশ্বমানের মিউজ়িক ফেস্টিভ্যালে গান গাইলেন। অনেক ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী আন্তর্জাতিক শো করতে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় শিল্পীদের গ্রহণযোগ্যতা কি বাড়ছে?

দিলজিৎ ভাইকে সেলাম জানাই এই সাফল্যের জন্য। তবে অনেক শিল্পীই বিদেশে জনপ্রিয়। সিড শ্রীরাম বলে একজন গায়ক-কম্পোজ়ার আছেন, দক্ষিণী ভাষায় গান। আবার ভারতেও কিন্তু বড় মাপের আন্তর্জাতিক শিল্পী আসছেন। লিংকিং পার্ক, এড শিরান, কোল্ডপ্লে... কিছুদিন আগে শাকিরার টুরের ঘোষণা হল। তো ভারতের জন্য এই সময়টা ভাল। কিন্তু আমরা এখনও পশ্চিমকে সেভাবে জিততে পারিনি। এখনও অনাবাসী ভারতীয় বা দক্ষিণ এশীয়রাই ভারতীয় শিল্পীদের কনসার্টে যাচ্ছেন। আমি চাই আমেরিকান, ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয়ানরাও ভারতীয়দের কনসার্ট দেখতে আসুক। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন হয়তো আমি সেই জায়গায় পৌঁছতে পারব। গ্লোবাল পপস্টার হতে চাই। ওখানকার লোক যেন বলে, অরমান আসছে শো করতে।



কলকাতার কনসার্টে

আপনি সর্দার মালিকের নাতি, অনু মালিকের ভাইপো, ডব্বু মালিকের ছেলে। সুরকারের পরিবারের ছেলের যাত্রা তো সহজ হওয়ার কথা। আপনার যাত্রা কেমন ছিল?

কম্পোজ়ারদের পরিবারে আমি একমাত্র গায়ক। দেখুন, ন' বছর বয়সে আমি সারেগামাপা লিটল চ্যাম্পসে অংশ নিই। আমি যতদূর জানি ফিল্ম বা মিউজ়িক পরিবারের কোনও সদস্য কখনও রিয়্যালিটি শো-তে অংশ নেয়নি। নিলেও পারিবারিক পরিচয় দিয়েই... আমি তো ফর্মে শুধু 'অরমান, মুম্বই' লিখেছিলাম। 'মালিক' পদবিও ব্যবহার করিনি। ফলে আমার যাত্রা সাধারণ মানুষের মতোই ছিল। যাঁরা উল্টোটা ভাবেন, তাঁদের শুধরানোর পিছনে সময় নষ্ট করি না। আমি কখনও আমার কাকা বা বাবার জন্য গাইনি। বাবার সঙ্গে সম্প্রতি একটি গান গেয়েছি। আমার বয়স মাত্র তিরিশ বছর। আর আমি ১৮ বছর ধরে গান গাইছি। ৩০০-র উপর গান, ১১টি ভাষায়... নিজের উইকিপিডিয়া পেজ দেখে মাঝে মাঝে নিজেকেই বয়স্ক মনে হয়।



দাদা অমাল তাঁর প্রিয় কোল্যাবরেটর

ভারতীয় সঙ্গীত জগতে এআই-এর ব্যবহার কতটা হচ্ছে?

আমাদের দেশে ততটা হচ্ছে না। বিদেশে বেশি হয়। ছোট-ছোট ক্ষেত্রে এআই এসেছে। মেনস্ট্রিমে আসেনি এখনও। তবে মিউজ়িক প্রডাকশনের ক্ষেত্রে এআই-এর ব্যবহারের জন্য অনেক পরিবর্তন এক-দেড় বছরের মধ্যে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

পুরনো গানের পুনর্নির্মাণে আপনার কণ্ঠ শোনা গেছে। গান জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে নিন্দেও হয়। রিক্রিয়েশনকে আপনি কীভাবে দেখেন?

'পেহলা নশা', 'তুমহে অপনা বনা নে কা', 'ঘর সে নিকলতে হি'র রিক্রিয়েশন বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। আমি আর অমাল অনেকগুলো রিক্রিয়েশন করেছি। আমরা চেষ্টা করি মূল গানের এসেন্স রেখে নিজেদের একটা ম্যাজিক ঢোকানোর। কখনও শ্রোতার পছন্দ হবে, না হলে সেটাও

আমাদের অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে। অরিজিন্যাল গানগুলো জনপ্রিয় বলেই তো তার রিক্রিয়েশন হয়।



স্ত্রী আশনার সঙ্গে আইনি বিয়ের দিন

আপনার স্ত্রী আশনা ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার। বিয়ের পর আপনার ফ্যাশনে তার প্রভাব কতটা পড়েছে?

অনেকটাই উন্নত হয়েছে। বিয়ে তো হালফিলে হয়েছে। আট বছর ধরে আমরা সম্পর্কে রয়েছি। আগে তো কালো টি-শার্ট, কালো প্যান্ট পরেই চালিয়ে নিতাম (হাসতে হাসতে)। এখন এমনও হয় যে আমি নিজে লেয়ারিং করে, কালার কম্বিনেশন করে নিজের স্টাইলিং করে নিই, আর আশনা চমকে যায়।

পদবাচ্য

আরও আনন্দ

অমৃতসরি কুলচা

নতুন প্রজন্মের জনপ্রিয় তারকা অনীত পড্ডা। 'সইয়ারা'র পর ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে অনীতের ফ্যানবেস। কৌতূহলী অনুরাগীদের অনেকেই জানতে ইচ্ছুক বর্তমান প্রজন্মের এই তারকার পাতে কী থাকে? আর তাঁর প্রিয় খাবারই বা কী?

অনীত পড্ডা

27-Mar-2026, 12:01AM



তারকা মানে খাবারে বিধি-নিষেধ তো থাকবেই। সে-সব কিছুকে সঙ্গে রেখে প্রায়ই চিট ডে উদ্‌যাপন করেন অনীত পড্ডা। কখনও চিজ় নুডলস, কখনও মশলা চা, কখনও বা নানা রকমের

স্ট্রিট ফুড। কিন্তু পঞ্জাবি-কন্যা অনীতের সব সময়ের প্রিয় খাবার অমৃতসরি কুলচা। দেখে নেওয়া যাক কীভাবে বানানো যায় নরম, মুচমুচে এই কুলচা।



অনীত পাড্ডা

উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, বেকিং পাউডার ১ চামচ, বেকিং সোডা ১ চামচ, চিনি ১ চামচ, নুন স্বাদমতো, টক দই ২ চামচ, ঘি/মাখন ২ চামচ, দুধ ১/২ কাপ, সেদ্ধ আলু ৩ টে, কুচানো পেঁয়াজ ১ টি, কাঁচালঙ্কা কুচি ১ চামচ, ধনেপাতা কুচি প্রয়োজন মতো, জিরে গুঁড়ো ১/২ চামচ, আমচুর পাউডার ১/২ চামচ





বাটার *ধনেপাতা কুচি* *আমচুর পাউডার*

প্রণালী: প্রথমে ডো তৈরির জন্য একটি পাত্রে ময়দা, সামান্য বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, চিনি, নুন ও টক দই নিয়ে ভাল করে মাখতে হবে। এরপর তাতে সামান্য ঘি বা মাখন এবং অল্প অল্প দুধ দিয়ে মেখে একটি ডো তৈরি করে নিতে হবে। ডো-টি তে তেল মাখিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। পুরের জন্য সেদ্ধ করে রাখা আলু ভাল করে ম্যাশ করে তাতে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচালঙ্কা কুচি, চামচ, ধনেপাতা কুচি, জিরে গুঁড়ো এবং আমচুর পাউডার দিয়ে ভাল করে মেখে নিতে হবে। দিতে হবে প্রয়োজন মতো নুন। এরপর মাঝারি মাপের লেচি কেটে, তাতে পুর ভরে মোটা করে বেলে নিতে হবে। উপর থেকে কালো জিরে এবং ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে আরও একবার বেলে নিতে হবে। এবার প্যান গরম করে সামান্য জল ছিটিয়ে কুলচাটি ভাল করে সেঁকে নিতে হবে। এরপর দু'পিঠে ভাল করে মাখন লাগিয়ে ভেজে নিলেই প্রস্তুত দারুণ স্বাদের অমৃতসরি কুলচা।

স্টাইলোমিটার

আরও আনন্দ

আনন্দলোক

ভাল ফ্যাশন স্টিরিয়োটাইপ

এবছরের প্রথম ফ্যাশন উইক জেন্ডার স্টিরিয়োটাইপ ভাঙল, তুলে ধরল একটি প্রজন্মের ফ্যাশনকে। কেমন হল ল্যাকমে ফ্যাশন উইক? লিখছেন অংশুমিত্রা দত্ত

অংশুমিত্রা দত্ত

27-Mar-2026, 12:02AM



রাহুল মিশ্রর শো-স্টপার অনন্যা পাণ্ডে

ফ্যাশন ডিজ়াইন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ২০২৬-এর প্রথম ফ্যাশন উইক অনুষ্ঠিত হল মুম্বইয়ের জিও কনভেনশন সেন্টারে। চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ল্যাকমে ফ্যাশন উইকের এবারের উল্লেখযোগ্য থিমের অন্যতম, এফর্টলেস ড্রেসিং, সাসটেনেবিলিটি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন। ২০ জন ডিজ়াইনারের কাজ একটি মঞ্চ পেল। যার মধ্যে রয়েছে ‘মিডনাইট মিনিমালিজ়ম’, ‘আউট অফ

অফিস এসকেপ’ বা ‘কনশাস লাক্সারি’র মতো ট্রেন্ড, যা রাজত্ব করবে ফ্যাশন জগতে। অন্তত আগামী ছ’মাস। কারণ ফ্যাশনে আজ যা নতুন, কাল তা সেকেলে।



বিবেক করুণাকরণের ‘দ্য বয়েজ় ক্লাব’-এর মুখ হয়ে মুগ্ধ করলেন সিদ্ধার্থ

অনন্যা পাণ্ডে রাহুল মিশ্রর ‘হোয়াইট গোল্ড’ কালেকশনের শো-স্টপার হয়ে এলেন। চান্দেরি সিল্কে সূক্ষ্ম সুতোর কাজ করা সেমি ফরম্যালওয়্যারে ক্রিস্প হোয়াইট শার্টে ড্রাগনফ্লাই বাটন বড় থেকে ছোট করে সাজানো ছিল।



রাধিকা মদনের পোশাকে রেট্রো ভাইব

একটি বিভাগ ছিল ‘দ্য বয়েজ ক্লাব’ নামে, যার বিষয়ে বলতেই হবে। মেনসওয়্যার, যা অনায়াসে নারীর ওয়ার্ডরোবে স্থান পেতেই পারে। সেই বিভাগে বিবেক করুণাকরণের ডিজ়াইনার পোশাকে হাঁটলেন দক্ষিণী তারকা সিদ্ধার্থ। রেট্রো ভাইব নিয়ে নবীন দুই ডিজ়াইনার মন্নত জৈন ও স্নেহা আলি শেট্টির পোশাক পরে র‍্যাম্পে হাঁটলেন রাধিকা মদন।



সত্য পাল লেবেলের কো-ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসেবে অদিতির অভিষেক

অদিতি রাও হায়দরির জন্য ফ্যাশন উইক ফিনালে একটি অন্য তাৎপর্য বহন করে। সত্য পাল লেবেলের জন্য তিনি শুধু শো-স্টপার হিসেবে এলেন না, বরং ব্র্যান্ডের কো-ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসেবে অভিষেক হল তাঁর! দিশা পটানী এবং ডায়ানা পেন্টি মোটামুটি ফ্যাশন উইকের চেনা মুখ। দু'জনেই মডেলিং দিয়ে কেরিয়ার শুরু করেছেন।



ডায়ানা পেন্টির কাফতান লুক

দিশা পটানী অমিত আগরওয়ালের 'ওরাইজ়ন' কালেকশনের শো-স্টপার ছিলেন। মিডনাইট ব্লু লিনিয়ার সিকুইন্স এমবেলিশড লেহঙ্গা পরে মঞ্চে হাঁটেন দিশা। অন্যদিকে ডায়ানা ভেরান্ডা লেবেলের নেভি ব্লু এমবেলিশড ম্যাক্সি কাফতানের সঙ্গে ফ্ল্যাট জুতো এবং গয়নাবিহীন সাজে হাঁটেন মঞ্চে।



'ওরাইজ়ন' কালেকশনে দিশা

ভূমিকা শর্মার পিংক-সিলভার লেহঙ্গা পরে আসেন শো-স্টপার তমন্না ভাটিয়া। ভলিউমিনাস লেহঙ্গা স্কার্টের উপর হল্টার নেক ব্লাউজ়ে রুপোলি ফ্লোরাল মোটিফ করা।



ভূমিকা শর্মার ডিজ়াইনে সেজে তমন্না

দিদি জাহ্নবীর পথ ধরে এবার ফ্যাশন মঞ্চেও আবির্ভূত হলেন খুশি কপূর। আয়েশা রাওয়ের ডিজ়াইনার অর্নেট লেহঙ্গা পরে তিনি হলেন শো-স্টপার। ডিজ়াইনার অনীত অরোরা ফল-উইন্টার কালেকশন 'আউট অফ অফিস'-এর শো-স্টপার হিসেবে এলেন জেন জ়ি-র প্রিয় মুখ অনীত পড্ডা।



জেন জ়ি ফ্যাশনের মুখ অনীত পড্ডা

অনীতের ফ্লোরাল অ্যাপ্লিক লুক যেন গোটা কালেকশনের জেন জ়ি ভাইবকে একসূত্রে বেঁধে দিল। আর অনীতের আগমনে দর্শকের উচ্ছ্বাস বুঝিয়ে দিল কেন তাঁকে শো-স্টপার হিসেবে বেছেছিলেন ডিজ়াইনার।



ডিজ়াইনার আয়েশা রাওয়ের সঙ্গে শো-স্টপার খুশি কপূর

জেন জ়ি ফ্যাশনের উপর বিশেষ ফোকাস ছিল এই সিজ়নে। ম্যাক্সফ্যাশনের ‘আনসিরিয়াস এভরিথিং’ কালেকশন তাই একটি উত্তর নিন্দুকদের প্রতি, যাঁরা জেন জ়ি-কে ‘সিরিয়াস’ মনে করেন না। এই কালেকশনের তিন মুখ হয়ে হাঁটলেন আলায়া এফ, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী এবং কল্কি কেকল্যাঁ।



লেবেল যাযাবরের শো-স্টপার নিমরত কওর কেড়েছেন নজর

এফর্টলেস ড্রেসিং থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি এই কালেকশন। ‘কনশাল লাক্সারি’ থিম বেছে কালেকশন তৈরি করেছে লেবেল যাযাবর। হেভি এমব্রয়ডারি করা অ্যাসিমেট্রিক্যাল স্কার্টে হাই স্লিট, তার সঙ্গে স্ট্রাকচার্ড ওয়ান-শোল্ডার বডিস পরে একেবারে ‘অ্যাভঁ গার্ড’ লুকে সামনে এলেন নিমরত কওর।



এফর্টলেস ফ্যাশনে আলায়া, কল্কি ও সিদ্ধান্ত

রিতিকা মিরচন্দানির ‘কনফ্লুয়েন্স’ কালেকশনের প্রি-ড্রেপ শাড়ি পরে এলেন শো-স্টপার শনায়া কপূর। চারকোল রংয়ের শাড়িতে সূক্ষ্ম জ্যামিতিক পুঁতি এবং সিকুইন্সের এমবেলিশমেন্ট তৈরি করেছিল শিমার এবং লিকুইড এফেক্ট। সেই সঙ্গে যৎসামান্য গয়নায় ফুটে উঠল এবারের আর এক থিম ‘মিডনাইট মিনিমালিজ়ম’।



লিকুইড ও শিমার প্রি-ড্রেপ শাড়িতে শনায়া কপূর

এবারের ফ্যাশন উইক একদিকে যেমন জেন জ়ি-র এফর্টলেস বা ফিউচারিস্টিক ফ্যাশনকে সামনে নিয়ে এল, তেমনই ঐতিহ্য মেনে তুলে ধরল ফেস্টিভওয়্যারকে। তবে জেন্ডার স্টিরিয়োটাইপ ভাঙার জন্য কুর্নিশ জানাতে হয় 'দ্য বয়েজ় ক্লাব'-এর জেন্ডার নিউট্রাল ফ্যাশনকে।

OTT কর্নার

আরও
আনন্দ

আনন্দলোক

OTT কর্নার

রইল ওয়েব মাধ্যমের তারকাদের নিয়ে নতুন নতুন খবর

27-Mar-2026, 12:01AM



সোনাক্ষী সিনহা

সোনাক্ষীর সুবর্ণ সময়

ওটিটি মাধ্যম অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিল ‘দাহাড়’ সিরিজের মাধ্যমে। এবার দলিত পুলিশ অফিসার অঞ্জলি মেঘওয়ালের চরিত্রে দ্বিতীয়বার ফিরছেন তিনি।

একদিকে যেমন 'দাহাড় ২' আসছে রিমা কাগতি, জোয়া আখতারের পরিচালনায়, অন্যদিকে একটি কোর্টরুম ড্রামাতেও দেখা যাবে সোনাক্ষীকে। অশ্বিনী আইয়ার তিওয়ারি পরিচালিত কোর্টরুম ড্রামা 'সিস্টেম'-এ সোনাক্ষী এবং জ্যোতিকাকে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে। অর্থাৎ এই বছরটা ওটিটি মাধ্যমে সোনাক্ষীর সুবর্ণ সময় বয়ে আনতে চলেছে, সন্দেহ নেই।

আসছে নতুন ব্যোমকেশ



সিরিজ়ের পোস্টার

ব্যোমকেশ বক্সী বাঙালির পছন্দের গোয়েন্দা চরিত্র এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফরম্যাটে পর্দায় এসেছে। এবার আড্ডা টাইমস নিয়ে আসছে 'ব্যোমকেশ বক্সী' সিরিজ় আকারে। সেখানে ব্যোমকেশের ভূমিকায় গৌরব চক্রবর্তী, যাঁকে আগেও আমরা এই ভূমিকায় দেখেছি।



গৌরব ও শ্রুতি

অর্ণ মুখোপাধ্যায় অজিত এবং শ্রুতি দাস সত্যবতীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। সিরিজ়ের পরিচালনার দায়িত্বে অরিত্র সেন। আগামী ১০ এপ্রিল থেকে স্ট্রিমিং শুরু হবে সিরিজ়টির। 'অর্থমনর্থম' এবং 'সত্যান্বেষী', দুই উপন্যাস মিলিয়ে তৈরি সিরিজ়ের চিত্রনাট্য। মুক্তি পেল সিরিজ়ের প্রথম পোস্টার।

মেয়ের পরিচালনায়



অপর্ণা ও কঙ্কনা

অপর্ণা সেনের পরিচালনায় অনেকবার অভিনয় করেছেন কঙ্কনা সেনশর্মা। তবে মেয়ের পরিচালনায় অভিনয় করবেন মা, প্রথমবার। কঙ্কনা এবং জয়দীপ সরকার যৌথভাবে পরিচালনা করছেন ‘খোয়া মহল’ নামের ছবি, যা দেখানো হবে প্রাইম ভিডিয়োতে। ছবিতে অদিতি রাও হায়দরি, বরুণ সোবতি, ধ্রুব সেহগলের পাশাপাশি অভিনয় করছেন অপর্ণা সেন। অনেকদিন পর হিন্দি ছবিতে দেখা যাবে অপর্ণাকে।

অনুষা ও শাওনের জুটি



সিরিজ়ের লুকে শাওন ও অনুষা

মৈনাক ভৌমিকের পরিচালনায় আসছে নতুন সিরিজ় ‘বিদায়’। কলকাতার এক ওয়েডিং ফোটোগ্রাফার এবং তার প্রাক্তন প্রেমিকাকে ঘিরে তিনি বুনেছেন একটি অতি-লৌকিক থ্রিলার। ‘সবসময়’ নামক যে হাইব্রিড ওটিটি মাধ্যমের ঘোষণা হয়েছে, তাতেই আসছে সিরিজ়টি। মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন শাওন চক্রবর্তী এবং অনুষা বিশ্বনাথন।

শাওনের কথায়, “এই সিরিজ়কে কোনও একটি জঁরে বেঁধে রাখা যাবে না। কারও মনে হতে পারে লভ স্টোরি, কারও মনে হবে লিঙ্গবৈষম্যের গল্প, কারও মনে হবে থ্রিলার...কারও ভূতের গল্প... এটাই এই সিরিজ়টার মজা।” অনুষার বক্তব্য, “শাওন খুব ভাল কো-স্টার। আর মৈনাকদার পরিচালনা... সব মিলিয়ে ‘বিদায়’-এর প্রস্তুতি এবং শুটিং দুটোই দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল।”

আলির নতুন সফর



আলি ফজ়ল

‘মির্জাপুর দ্য ফিল্ম’ নিয়ে প্রত্যাশার পারদ চড়ছে। প্রাইম ভিডিয়োর নতুন স্লেট বলছে, এবছরই মুক্তি পাবে ছবিটি। তারই মধ্যে আলি ফজ়ল আসছেন নতুন সিরিজ়ে, পুলিশ আধিকারিকের ভূমিকায়। সিরিজ়ের নাম ‘রাখ’, পরিচালনায় প্রসিত রায়। শোনা যাচ্ছে, বহুচর্চিত রঙ্গা-বিল্লা কেসের গল্প নিয়ে তৈরি এই সিরিজ়। এই গল্প নিয়ে ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট’ সিরিজ়ের একটি পর্ব হয়েছিল। কিন্তু গোটা একটি সিরিজ় নিয়ে আসছেন নির্মাতারা। বয়ঃসন্ধির দুই ভাইবোনের উধাও হয়ে যাওয়া নিয়ে গল্প। আলির সঙ্গে এই সিরিজ়ে দেখা যাবে সোনালি বেন্দ্রে এবং দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যকে। সম্প্রতি আলি ফজ়ল একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন অভিনয়ের চেয়ে প্রযোজনার কাজে বেশি মন দেবেন। কিন্তু ওটিটি-র দর্শকের পছন্দের অভিনেতা কি দর্শককে নিরাশ করতে পারেন?

চ্যানেল টু চ্যানেল

চ্যানেল টু চ্যানেল

27-Mar-2026, 12:01AM



তন্বী লাহা রায়

ক্ষুব্ধ তন্বী

তারকাদের জীবন অনিশ্চয়তায় ঘেরা। আজ কাজ আছে তো কাল নেই! বিশেষত টেলিভিশন তারকাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও বেশি। সম্প্রতি এমনই এক সমস্যার সম্মুখীন হলেন অভিনেত্রী তন্বী লাহা রায়। দীর্ঘ দিন ধরে টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত তিনি। পার্শ্বচরিত্র বিশেষত খলচরিত্র মানেই এগিয়ে তিনি। সম্প্রতি ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকে ‘মীরা’

নামক চরিত্রে অভিনয় করছিলেন। নেগেটিভ চরিত্রে তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিল দর্শক। কিন্তু হঠাৎই না জানিয়ে, ওই চরিত্রটি সরিয়ে দেওয়া হয়। সরিয়ে ফেলা হয় তন্বীকেও। এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ অভিনেত্রী জানিয়েছেন, গত জানুয়ারি মাসে শেষ বার শুটিং সেটে গিয়েছিলেন তিনি। বলা হয়েছিল, আবার যখন 'মীরা'র সিন আসবে, ডেকে নেওয়া হবে। 'মীরা' চরিত্রটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু দেখানো হয়নি। ধীরে ধীরে নাকি, তার অতীত উন্মোচন করার কথা ছিল। তন্বীকে বলা হয়েছিল, নেগেটিভ থেকে পজ়িটিভ চরিত্রে রূপান্তর করা হবে তাঁকে। কিন্তু সে সব কিছুই হল না। এক মাস আগে ফোন করে জানানো হয়েছে, তাঁকে আর ফ্লোরে আসতে হবে না। 'মীরা' চরিত্রটির আর কোনও প্রয়োজন নেই। চুক্তিতে থাকা সত্ত্বেও এমন ঘটনায় স্তম্ভিত তন্বী। এমন হওয়ার কারণও তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। তবে তন্বীর বিশ্বাস, আবারও কোনও ভাল চরিত্রে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পাবেন, শীঘ্রই।

সিলমোহর বিচ্ছেদে



মানসী সেনগুপ্ত

সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্তর বিচ্ছেদ ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। কখনওই স্বামীকে প্রকাশ্যে আনেনি তিনি। নিজের জীবনের বিশেষ দিনগুলোতেও একাই দেখা যেত তাঁকে। সন্তানদেরও সামলাচ্ছেন একা হাতে। গত বছর দ্বিতীয় সন্তানের মা হয়েছেন মানসী। কিন্তু সেই সময়েও স্বামীর থেকে আলাদাই থেকেছেন। তাঁর বিচ্ছেদ নিয়ে এর আগেও একাধিক লেখালেখি হয়েছে। এবার সেই খবরে সিলমোহর দিলেন তিনি নিজেই। 'তারে ধরি ধরি মনে করি'র শুটিংয়ের ব্যস্ততার মাঝেই ফোনে জানালেন, "এটা আমার একার সিদ্ধান্ত নয়। দু'জনে মিলেই শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করেছি, তারপর বিচ্ছেদের পথে হেঁটেছি। তবে বিচ্ছেদটাকে এতটা হাইলাইট কেন করা হচ্ছে জানি না। কোনও ঝগড়া-অশান্তি তো হয়নি। আমরা খুব ভাল বন্ধু। দেখা হয়, কথাও হয়। বিচ্ছেদের পরেও এটা থাকবে।" মানসী জানিয়েছেন, সন্তানদের সব দায়িত্ব দু'জন মিলেই পালন করবেন। চান না, অযথা এটা নিয়ে কথা হোক।

ছোটপর্দায় পরমব্রত



পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়

ছোটপর্দা থেকেই তাঁর পথচলা শুরু। তাই আবারও ধারাবাহিকে অভিনয় করা মানে ‘ঘরে ফেরা’। কিছু দিন আগে ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়ো থেকে সেই ‘ঘরে ফেরা’র ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। জল্পনা নয়, এই খবর একেবারে সত্যি। টলিউড, বলিউড, পরিচালনা... সব পথ অতিক্রম করে আবারও পুরনো পরিবেশে ফিরছেন তিনি। কিছু দিন আগে রাজ্য-রাজনীতিতেও তাঁর নাম জড়িয়েছিল। সে সব আপাতত অতীত। আসন্ন ধারাবাহিক ‘কমলা নিবাস’-এ দেখা যাবে পরমব্রতকে। এই ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন দেবশঙ্কর হালদার এবং সোহিনী সেনগুপ্ত। তাঁদের মেয়ের চরিত্রে থাকবেন দেবাদৃতা বসু। ধারাবাহিকে দেবাদৃতা এবং পরমব্রতকে জুটি হিসেবে দেখা যাবে। শোনা যাচ্ছে, খুব স্বল্প সময়ের জন্য এই বিশেষ চরিত্রে দেখা মিলবে তাঁর। তবে টিভির পর্দায় পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ফিরে আসার খবর শুনে খুশি দর্শকরা।

নিভৃতে একান্তে

কাজে ফেরার মরসুম



হবু স্বামীর সঙ্গে কাশ্মীরে অদৃজা

সদ্য বাগদানপর্ব সেরেছেন অভিনেত্রী অদৃজা রায়। এখন তিনি পাকাপাকি ভাবে মুম্বইয়ের বাসিন্দা। বরাবর চেয়েছিলেন, তাঁর জীবনসঙ্গী হোক বিনোদন জগতের বাইরের মানুষ। সেই মতোই দক্ষিণ ভারতের ছেলে বিঘ্নেশ আইয়ারের সঙ্গে দক্ষিণী মতে বাগদান পর্ব সেরেছেন অভিনেত্রী। বিয়ের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। যেহেতু বাঙালি এবং দক্ষিণী দুই রীতিতেই বিয়ে হবে, তাই সময় নিচ্ছেন। বিঘ্নেশ একটি বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মী। সম্পর্ক অনেক দিনের হলেও, বাগদানের আগে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ কিছু জানাননি অদৃজা। বাগদানের সময় মাত্র তিনদিনের ছুটি পেয়েছিলেন। তাই এবার দীর্ঘ ছুটিতে কশ্মীর সফরে গেলেন অদৃজা ও বিঘ্নেশ। কশ্মীর থেকে হবু বরের সঙ্গে একাধিক আদুরে ছবি পোস্ট করেছেন। ছবি পোস্ট নিয়ে আর কোনও বিধি-নিষেধ নয়। বরং অনুরাগীদের চাহিদা মেটাতে, প্রায়শই ফ্রেমবন্দি হচ্ছেন দু’জনে। এবং তা পোস্ট করছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

কাজে ফেরার মরসুম



অভীকা মালাকার এবং রণজয় বিষ্ণু

ফের টেলিভিশনের পর্দায় রণজয় বিষ্ণু। ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ শেষ হওয়ার পর বেশ কিছু মাস বিরতি নিয়েছিলেন তিনি। সদ্য শুরু করেছেন দাম্পত্য জীবনও। মাঝে এসেছে বেশ কিছু ধারাবাহিকের প্রস্তাব। ফিরিয়েছেন বেশ কিছু। তবে রাজ চক্রবর্তী প্রযোজিত এই ধারাবাহিকের প্রস্তাব ফেরাতে পারেননি তিনি। আসন্ন ‘প্রতিজ্ঞা’ ধারাবাহিকে রণজয়ের বিপরীতে থাকবেন অভীকা মালাকার। বাংলায় অভীকার এটা দ্বিতীয় ধারাবাহিক। রাজের ‘হোক কলরব’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল অভীকাকে। রাজ-ই অভীকাকে এই ধারাবাহিকের জন্য বেছে নিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, জনপ্রিয় দক্ষিণী ধারাবাহিক ‘ব্যারিস্টার বোধিসত্ত্ব’র রিমেক এই ধারাবাহিকটি। ধারাবাহিকের প্রোমো দেখেও অনেকে এ মত প্রকাশ করেছেন। যদিও এ ব্যাপারে তারকা বা নির্মাতাদের কেউ-ই মুখ খোলেননি। আপাতত জোরকদমে চলছে শুটিং।

সপ্তক

আরও
আনন্দ

আনন্দলোক

সপ্তক

27-Mar-2026, 12:01AM



শাকিরা

বাতিল শাকিরার শো

প্রায় ১৯ বছর পর ভারতে অনুষ্ঠান করার কথা ছিল শাকিরার। প্রথমে দু'টি শো করবেন ভেবেছিলেন, পরে শোয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে তিন করা হয়। কিন্তু ইজ়রায়েল ও ইরানের যুদ্ধের আঁচে সেই সফর বাতিল হয়ে গেল। ২০০৭ সালে ভারতে অনুষ্ঠান করতে আসেন শাকিরা, তার পরে আর এ দেশে আসা হয়নি। যদিও অনন্ত অম্বানীর প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানে গেয়েছেন তিনি।

কিন্তু সেটা ভারতে হয়নি। এ বার ঠিক ছিল ভারতীয় দর্শকের জন্য অনুষ্ঠান করবেন তিনি। পূর্বনির্ধারিত দু'টি তারিখ, এপ্রিলের ১০ তারিখ ও ১৫ তারিখের মাঝে ১১ তারিখ অনুষ্ঠান করার কথা ঘোষণা করেন তিনি। সেটা হত মুম্বইয়ের মহালক্ষ্মী রেসকোর্সের মাঠে। পরপর দু'দিন। ঠিক ছিল, মুম্বইয়ে দু'দিন ও দিল্লিতে এক দিন থাকবেন তিনি। দ্বিতীয় দিনে টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য ছিল ছ'হাজার টাকা। অন্য দিকে, সর্বোচ্চ টিকিটের মূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা। কিন্তু এবার দর্শকদের মাথায় হাত পড়ল। শাকিরাকে হয়তো এবার আর দেখা হল না!

অন্য ধারার প্রতিযোগিতা



গাবু, ইন্দ্রজিৎ ও সিধু

একটি অন্য ধারার বাংলা ব্যান্ড প্রতিযোগিতা দেখতে চলেছে কলকাতার ব্যান্ডপ্রেমী শ্রোতারা। 'জ়িরো ডেসিবল' নামের এই ব্যান্ড প্রতিযোগিতা 'মাল্টি উইক লাইভ ব্যান্ড' পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে এগিয়ে যাবে। জ়িরো ডেসিবলের সহযোগিতায় আছে, ৯১.৯ ফ্রেন্ডস এফএম এবং এটি কিউরেট করেছেন কলকাতার একটি জনপ্রিয় গ্যাস্ট্রো পাবের কর্ণধার শুভেন্দু রায় এবং মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য। কিছুদিন আগে এই প্রতিযোগিতার ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যাকটাসের সিদ্ধার্থ রায় ওরফে সিধু, 'লক্ষ্মীছাড়া'র গৌরব চট্টোপাধ্যায় ওরফে গাবু ও কি বোর্ড শিল্পী ইন্দ্রজিৎ দে। বাংলায় হওয়া অন্যান্য ব্যান্ড প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে সম্ভবত এই প্রতিযোগিতা সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চলবে। কারণ এই লাইভ ব্যান্ড পারফরম্যান্সের

প্রতিযোগিতার শেষে, নজরুল মঞ্চে ২৩ মে ফাইনাল পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজকদের ইচ্ছে, নতুন ধারার মৌলিক গান উঠে আসুক এই প্রতিযোগিতার হাত ধরে। তাঁদের বক্তব্য, এমনিতেই বাংলার ব্যান্ড কালচার নিয়ে মানুষ গর্ববোধ করেন। ফসিলস, ক্যাকটাস, চন্দ্রবিন্দু, লক্ষ্মীছাড়ারা এখনও নিয়মিত পারফর্ম করে। সেখানে নতুন ব্যান্ডের উঠে আসাও অত্যন্ত জরুরি। নতুন ব্যান্ডগুলি সেই জায়গা অনেক সময়ই পায় না। ‘জ়িরো ডেসিবল’ তাদের সেই জায়গা দেবে।

সফর নামা

আরও আনন্দ

আনন্দলোক

সুমেরু প্রভায় আলোকিত

একদিন নয়, চারদিন নর্দার্ন লাইটস দেখে এলেন সন্দীপ্তা সেন। তাঁর সেই বিরল অভিজ্ঞতা শোনালেন আনন্দলোকের পাঠককে।

অংশুমিত্রা দত্ত

27-Mar-2026, 12:02AM



ইনারিতে নর্দার্ন লাইটস দেখা

অনেকের মতোই নর্দার্ন লাইটস দেখার স্বপ্ন ছিল আমার। কিন্তু সকলেই বলেন নর্দার্ন লাইটস দেখতে পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমরা সেটা একদিন নয়, চারদিন দেখতে পেয়েছি! প্রাণভরে দেখেছি। বলতে হবে আমার ম্যানিফেস্টেশনের জোর রয়েছে।



প্যারিস থেকে আমরা প্রথমে হেলসিঙ্কি যাই। প্যারিস আমার এবং সৌম্যর (সন্দীপ্তার স্বামী) প্রিয় শহর। প্রায়ই যাই। ফলে যাত্রা শুরু এবং শেষ মূলত প্যারিস বেস করেই করেছি। হেলসিঙ্কি ফিনল্যান্ডের রাজধানী। হেলসিঙ্কিতে আমরা মাত্র একদিন কাটাতে পেরেছি। খুব সুন্দর, শান্ত শহর। আলো-আঁধারির শহর যখন হলুদ আলোয় সেজে ওঠে, তখন আরও সুন্দর লাগে। হেলসিঙ্কি থেকে ডোমেস্টিক ফ্লাইট নিয়ে আমরা রোভানিয়েমি যাই। রোভানিয়েমি ফিনিশ ল্যাপল্যান্ডের কেন্দ্রবিন্দু।



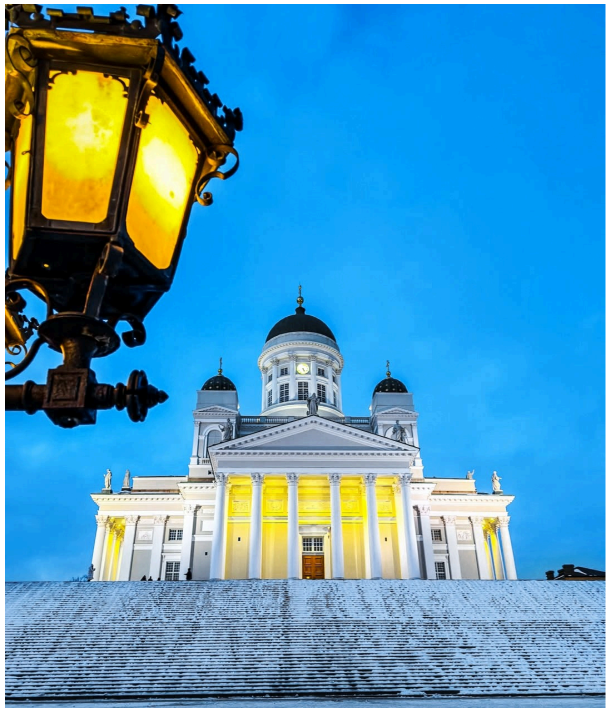
সান্তাক্লজের গ্রামে

আর্কটিক সার্কলে অবস্থিত সান্তাক্লজের বাসস্থান। সান্তাক্লজ ভিলেজ যেন একটি রূপকথার মতো। সেখানে মানুষ ভিড় করে সান্তাক্লজের সঙ্গে দেখা করতে যায়, ছবি তোলে। তার নিজস্ব একটি পোস্টঅফিস রয়েছে। বাড়ির ঠিকানায় সেখান থেকে পোস্টকার্ড পাঠানো একটি জনপ্রিয় অ্যাক্টিভিটি। হেলসিঙ্কি থেকে ওভারনাইট সান্তাক্লজ এক্সপ্রেস নামক স্লিপার ট্রেনও ছাড়ে, যার গন্তব্য রোভানিয়েমি। রোভানিয়েমি একেবারে বরফে মোড়া উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ড। এখান থেকেই আমাদের নর্দার্ন লাইটসের এক্সপিডিশন শুরু।



সান্তাক্লজের বাড়িতে

নর্দার্ন লাইটস দেখার জন্য উপযুক্ত সময় হল সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ। কিন্তু পিক সিজন সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এবং ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে মার্চ। পরিষ্কার আকাশে জিও-ম্যাগনেটিক অ্যাক্টিভিটি দেখা যায় সেই সময়, যাকে আমরা অরোরা বোরিয়ালিস বলি। নর্দার্ন লাইটস দেখার অনেক তামঝাম রয়েছে। একটি ডিভাইস কিনতে হয়, যেখানে কোন দিন এবং কোন সময়টা অরোরা দেখা যাবে, তা বোঝা যায়। কিন্তু আমি সেই ডিভাইসটি কিনিনি। বরং নিজেই পড়াশোনা করেছিলাম এবং একটি অ্যাপ ইনস্টল করেছিলাম, যেখানে নর্দার্ন লাইটস দেখার সময় বোঝা যায়।



হেলসিঙ্কি ক্যাথিড্রাল

তবে প্রথম যেদিন রোভানিয়েমি থেকে নর্দার্ন লাইটস চেজিংয়ে বেরিয়েছিলাম, সেদিন কিছুই দেখতে পাইনি। এমন অবস্থায় সাধারণত সকলের মনেই একটা ভয় আসে যে, আদৌ দেখতে পাব তো? কিন্তু তারপরের দিনই দেখা মিলল অরোরা বোরিয়ালিসের। সেই অভিজ্ঞতা শব্দ দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। একটি অতিলৌকিক দৃশ্য যেন। রোভানিয়েমি থেকে আমরা ইনারি যাই। যা গাড়ি পথে চার-সাড়ে চার ঘণ্টার দূরত্বে। এই বিষয়ে একটা মজার ঘটনা বলি। আমরা একটা গাড়ি বুক করেছিলাম। হঠাৎ অ্যাপে দেখি ড্রাইভারের নাম তীর্থঙ্কর! তীর্থঙ্কর এলেন, জানালেন বহুবছর আগে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ফিনল্যান্ড আসেন চাকরি নিয়ে।



রোভানিয়েমিতে প্রথম নর্দার্ন লাইটস দেখা

সম্ভবত দু'জনেই ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। তারপর চাকরি ছেড়ে ট্র্যাভেল এজেন্সি খুলেছেন নিজেদের। আসলে ওখানে হ্যাপিনেস কোশেন্ট এত বেশি যে, ফিনল্যান্ড ছেড়ে মানুষ অন্যত্র যেতে চান না। ইনারিতেও দারুণ নর্দার্ন লাইটস দেখেছি আমরা।হাই সোলার অ্যাক্টিভিটির কারণে সেদিন গোলাপি, বেগুনি নর্দার্ন লাইটস দেখা গিয়েছে, যেটা বেশ বিরল। ওখান থেকে আমরা আরও একটি আর্কটিক সিটি যাই, নরওয়ের ট্রমসো। আর্কটিক সার্কলের ৩৫০ কিমি উত্তরে অবস্থিত ট্রমসো। ট্রমসো থেকে ড্রাইভ করে একটু দূরে সুইডেনের সীমান্তবর্তী একটি জায়গায় আবারও নর্দার্ন লাইটস দেখেতে পেয়েছি।



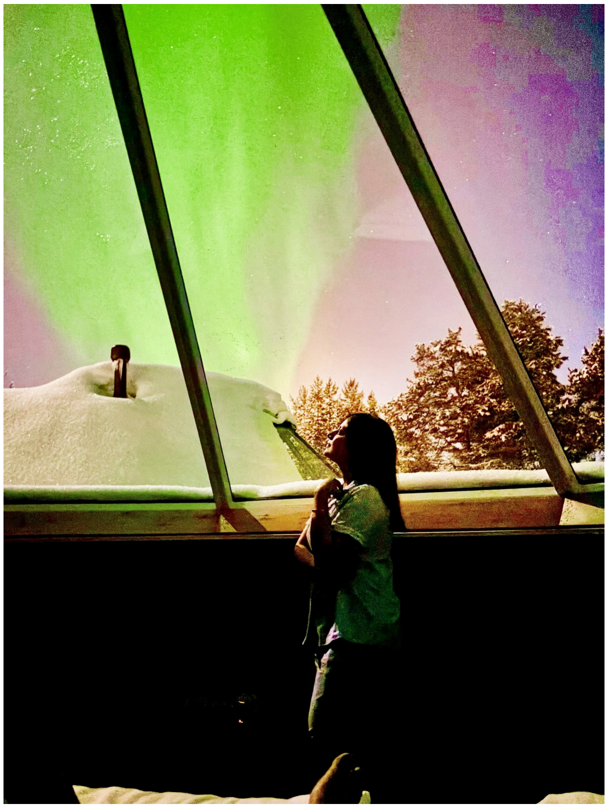
ট্রমসো আর্কটিক গেটে

ট্রমসো থেকে সোমারয় নামক একটি দ্বীপে গিয়েছিলাম, সে এক দারুণ সুন্দর জায়গা, রোড ট্রিপে যেতে হয়। রোভানিয়েমিতে সমস্ত লেক ফ্রোজেন ছিল। ল্যাপল্যান্ডের অন্যতম আকর্ষণ রানুয়া ওয়াইল্ডলাইফ পার্ক। শ্বেতভল্লুক, নেকড়ে, হরিণ... কত রকমের প্রাণী যে দেখতে পেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। আর ওয়েদার খুব ভাল ছিল বলে সাইটিং হয়েছে দারুণ। কিন্তু সত্যি বলতে কী, যা-যা জন্তু-জানোয়ার দেখেছি, তাদের সবার নামও আমরা জানি না।



ল্যাপল্যান্ডে আমাদের লগ কেবিন

বরফের উপর দিয়ে হাস্কি রাইডের ছবি বা ভিডিয়ো আপনারা দেখেছেন। হয়তো অ্যানিম্যাল ক্রুয়েলটি নিয়ে প্রশ্নও করেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, অল্পবয়সে হাস্কিরা ভীষণ চঞ্চল হয়। ওরা ভালবাসে স্লেজ টানে। মানুষ দেখেই ওরা লাফালাফি করে, কাছে এসে আদর করলে উত্তেজিত হয়ে। ওখানকার মানুষ বললেন, একটা বয়সের পর ওরা তো এতটা সক্ষম থাকে না শারীরিকভাবে। তাই অল্পবয়সে ছোটাছুটি করতে দারুণ ভালবাসে। আর হ্যাঁ, ফ্রোজেন ইনারি লেকে আমরা একসঙ্গে স্নো-মোবিলিংও করেছি।



গ্লাস ইগলু থেকে সুমেরু প্রভা দর্শন

রোভানিয়েমি বা ইনারিতে দু'ধরনের থাকার জায়গা বিখ্যাত। একটি লগ-হাউজ, দ্বিতীয়টি গ্লাস ইগলু। দু'ধরনের হোটেলেই আমরা থেকেছি। লগ কেবিনগুলো কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। এবং প্রত্যেকটি লগ কেবিনের নিজস্ব সওনা থাকে। আমরা প্রায় -২৫ ডিগ্রি অবধি ঠান্ডা পেয়েছি, তার জন্য আদর্শ এই লগ কেবিন। ফিনিশ সওনা ও জাকুজ্জি দুইয়েরই স্বাদ নিয়েছি। গ্লাস ইগলুতে লোকে থাকে যাতে ঘরে বসেই কাচের ছাদ বা দেওয়ালের ওপারে অরোরা বোরিয়ালিস দেখতে পারে।



ফ্রোজেন ইনারি লেকে স্নো-মোবিলিং

আর আমাদের ভাগ্য দেখুন, সেই অভিজ্ঞতাও হয়েছে! খাওয়া-দাওয়ার কথা বলি একটু। সাধারণত বিফই ওখানকার মানুষের খাদ্য, চিকেনও পাওয়া যায়। তবে যাঁরা শাকাহারি, তাঁদের জন্য মেনু খুবই সীমিত। রেনডিয়ারের মাংস ওখানে ডেলিকেসি। ব্রেকফাস্টে দেখলাম রেনডিয়ার ব্লাড পুডিং সার্ভ হচ্ছে। তবে তা চেখে দেখার সাহস বা প্রবৃত্তি হয়নি আমাদের।



সকলকে একটা কথা বলতে চাই, নর্দার্ন লাইটস দেখতে চাইলে আগে থেকে প্ল্যান করা ভীষণ জরুরি। ফিনিশ ল্যাপল্যান্ডে থাকার জায়গার বিশেষ অপশন নেই। ভাল-ভাল জায়গাগুলো আগেই বুক হয়ে যায়। ফলে গ্লাস ইগলু বা লগ কেবিনে থাকতে চাইলে অন্তত ছ'মাস আগে থেকে যাত্রার প্ল্যানিং শুরু করে দিতে হবে।

স্পোর্টস

আনন্দলোক

স্পোর্টস

27-Mar-2026, 12:01AM



যজুবেন্দ্র চহল

মদ্যপান ছাড়লেন

ভারতীয় দল থেকে তিনি দীর্ঘ দিন দূরে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়েও জেরবার। এই অবস্থায় অতীত ভুলে আইপিএলকেই পাখির চোখ করছেন ভারতীয় স্পিনার যজুবেন্দ্র চহল। নিজের জীবনযাপনে প্রভূত পরিবর্তন এনেছেন। এমনকি, মদ্যপানও ছেড়ে দিয়েছেন। চহল যে মদ্যপান করতেন, তা অনেক ক্রিকেট ভক্তর কাছে অজানা ছিল। যাই হোক, ৩৫ বছরের এই স্পিনারকে খেলতে দেখা যাবে পঞ্জাব কিংসের হয়ে। গত বছর ফাইনালে উঠলেও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে হারতে হয় পঞ্জাবকে। এ বারে অধরা ট্রোফি জিততে মরিয়া তিনি। চহাল বলেছেন, “চলতি বছরে

মনের কথা শুনে আমি সবার আগে শরীরের যত্ন নিয়েছি। আমি মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছি। প্রায় ছ'মাস হয়ে গিয়েছে। এখন আমি অনেক ফিট।"

বন্ধুর ব্যাট



শুভমন ও অভিষেক

সেই ছোটবেলা থেকে তাঁদের বন্ধুত্ব। এখনও মাঠে বা মাঠের বাইরে সেই বন্ধুত্বের ঝলক দেখতে পায় দর্শক। এবার তার আরও একটি উদাহরণ বেরিয়ে এল অভিষেক শর্মার কথায়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শুরুতে টানা ব্যর্থ হচ্ছিলেন অভিষেক শর্মা। পরপর তিনটি শূন্য করেন। মানসিক ভাবে মুষড়ে পড়েছিলেন। তখনই তিনি শুভমনকে মেসেজ করে বলেন "তোর ব্যাটটা দে, না হলে হয়তো আরও কোনও খারাপ রেকর্ড হয়ে যাবে।" তখন শুভমন বলেন, "তুই ঠিক পারবি।"

অবশ্য কার ব্যাট অভিষেকের বেশি পছন্দের, সেই প্রশ্ন করলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, "শুভমনের ব্যাটই।"

বিতর্কে পেসার



মুজ়ারাবানি

সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপে জ়িম্বাবোয়ের সাফল্যে সিংহভাগ অবদান ছিল পেসার মুজ়ারাবানির। প্রতিযোগিতায় ছয় ম্যাচে তিনি মোট ১৩টি উইকেট পেয়েছিলেন। সেই সূত্রে পিএসএলে (পাকিস্তানের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা) শামার জোসেফের বদলি হিসেবে তাঁকে এক কোটি দশ লক্ষ টাকায় দলে নিয়েছিল ইসলামাবাদ। কিন্তু চুক্তিভঙ্গের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটতে চলেছে পাক বোর্ড। কারণ আইপিএলে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। মুস্তাফিজুর রহমানের পরিবর্তে তাঁকে দলে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আইপিএলে ডাক পেতেই পাকিস্তান সুপার লিগের

চুক্তি ভেঙে আইপিএল-এ সই করেছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সাড়া ফেলে দেওয়া এই পেসার। পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে মুজ়ারাবানির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে চলেছে পাক বোর্ড।

নেমারের সুযোগ



নেমার

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য ঘোষিত ব্রাজ়িলের ২৬ জনের দলে রাখা হয়নি তাঁকে। এমনকি ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে আয়োজিত প্রস্তুতি ম্যাচেও ডাক পাননি। কিন্তু এখনও ব্রাজ়িলের জার্সি পরে বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্নে বুঁদ নেমার। এবং সুযোগ পেলে তিনি যে শেষবার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন নিয়ে নামবেন, তা ঘোষণাও করে দিলেন। তিনি বলেছেন, "অবশ্যই, এটা আমার শেষ বিশ্বকাপ। জাতীয় দলে শেষ বছর কি না, জানি না। তবে সময় যে ফুরিয়ে আসছে মেনে নিতেই হবে। আমি সবসময় বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের বলতাম, সময় যত সম্ভব উপভোগ

করো। খেলাগুলো দেখতে থেকো। কারণ এই অধ্যায় এক দিন শেষ হবেই। যে-কোনও ভূমিকাতেই আমি জাতীয় দলকে সাহায্য করতে পারি। আমার সামর্থ্য সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল।”
যদিও নির্বাচকরা নেমারের স্বপ্ন সফল হতে দেবেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

স্টেডিয়াম

আনন্দলোক

ফিনিক্সের উত্থান

সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিশন ও হার্দিক পাণ্ড্য...ভারতীয় দলের তিন 'অবাধ্য' ক্রিকেটার বিভিন্ন সময়ে শাস্তি পেয়েছেন বোর্ডের কাছে। কিন্তু সেই তাঁরাই ভারতকে জেতালেন বিশ্বকাপ। লিখেছেন সায়ক বসু

সায়ক বসু

27-Mar-2026, 12:01AM



সঞ্জু স্যামসন, হার্দিক ও ঈশান

২০২৪ সালের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর অবসর নেন রোহিত শর্মা। সেই সময় তাঁরই দেশের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হওয়ার কথা ছিল। হার্দিক পাণ্ড্য এই সময় ভারতের অধিনায়ক হিসেবে ছয়টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতেই জয় এনে দেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিসিসিআই শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য সূর্যকুমার যাদবকে ভারতের নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত করে। কারণ? যদিও অফিশিয়াল কোনও বিবৃতি আসেনি। কিন্তু বোর্ডের এক কর্তার মত ছিল, হার্দিকের মধ্যে নিয়ম মানার কোনও ব্যাপার নেই। ওঁর মধ্যে অনুশাসনের অভাব

আছে। নেতা যদি এমন হয়, তো দল দিগভ্রষ্ট হতে পারে। এই ভেবে হার্দিককে আর অধিনায়ক করা হয়নি।



ইশান কিশন

ঘটনা ২: ঘরোয়া ক্রিকেট ও বোর্ডের নির্দেশ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র আইপিএল-এ মনোযোগ দেওয়ার কারণে ইশান কিষণকে ২০২৪-২৫ মরশুমে ভারতীয় বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়। অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিটি এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়, যার মূল কারণ ছিল জাতীয় দলের বাইরে থাকাকালীন ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলা। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে বিরতি নিয়েছিলেন ইশান। কিন্তু তারপর নির্দেশ সত্ত্বেও ঝাড়খণ্ডের হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলেননি, অথচ আইপিএল-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত এখনও ইশান চুক্তিবদ্ধ হননি।



কোচের আদর পাচ্ছেন সঞ্জু

ঘটনা ৩: তাঁর প্রতিভা নিয়ে কারও মনে কোনওদিনই সন্দেহ ছিল না। ২০১৬ সাল থেকে ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত তিনি। কিন্তু একটা সময় ধোনি খেলেন বলে উইকেট কিপার সঞ্জুর কোনো জায়গা ছিল না ভারতীয় দলে। সঞ্জু স্যামসন দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় দলে ধারাবাহিক সুযোগ না পেয়ে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন বলে ক্রিকেট মহলে চর্চিত। দীর্ঘদিন ধরে স্কোয়াডে থাকলেও একাদশে নিয়মিত জায়গা পাননি।



কামাল দেখালেন ইশান

অনেক সময় তাকে ব্যাটিং অর্ডারে নিয়মিত জায়গা না দিয়ে ভিন্ন পজিশনে খেলানো হয়েছে। ভাল পারফর্ম করার পরেও, শুভমন গিলের উপস্থিতিতে তাঁকে বাদ পড়তে হয়েছে এবং তার জন্য মানসিক চাপের সৃষ্টিও হয়েছে। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় এক সময় জাস্টিস ফর সঞ্জু নামে হ্যাশট্যাগও চালু হয়েছিল। কিন্তু ধারণা ছিল সকলের যে, বড় ম্যাচে জ্বলে উঠতে পারেন না সঞ্জু।



অথচ এই তিন ক্রিকেটারই কিনা জ্বলে উঠলেন ভারতের টি টোয়েন্টি বিশ্বজয়ের মঞ্চে। ভারতীয় দলের জয়ে মূল কান্ডারী হয়ে থেকে গেলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠিন পিচে ইশানের ৪০ বলে ৭৭ রানের ঝকঝকে ইনিংস হোক বা সঞ্জুর ৪০ বলে ৯৭ (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে), ৪২ বলে ৮৯ (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে) ও ৪৬ বলে ৮৯ (নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে)... ভারতীয় ক্রিকেট রূপকথায় স্থায়ীভাবে স্থান পেয়ে গেল।



বান্ধবীর সঙ্গে হার্দিক। পাশে ভিন্ন রূপ তাঁর

স্থান পেল আর এক অবাধ্য ক্রিকেটার হার্দিক পান্ড্যর ব্যাটে বলে প্রভাব বিস্তার করা পারফরম্যান্সও। আসলে কোচের দর্শনে ভারতীয় ক্রিকেটে যে একটা বদল এসেছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই দর্শন, দলগত পারফরম্যান্সের কথা বলে। ব্যক্তিগত কীর্তির চেয়েও এগিয়ে রাখে দলের জয়কে। তাই হয়তো ভারতীয় ক্রিকেট দল বুঝতেই দিল না, অধিনায়ক হিসেবে সূর্যকুমার এই টুর্নামেন্টে চরম ব্যর্থ।



ভিন্ন রূপ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ও নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে ভারত যে দাপট দেখিয়েছে, তাতে টি টোয়েন্টিসুলভ টেনশন নেই ঠিকই, কিন্তু ক্রিকেটীয় আমোদ আছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি যেটা আছে, তা হল, এই তিন ক্রিকেটারের ফিনিক্সসুলভ উত্থান। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বদান্যতায় সমগ্র ভারতীয় ক্রিকেট ব্যবস্থাতেই বিরাট উন্নতি সাধন হয়ে চলেছে। বিশ্বমানের পরিকাঠামো, অর্থ ও অন্যান্য সুবিধের জেরে গোটা বিশ্বেই ভারতীয় ক্রিকেটের জয় পতাকা উড়ে চলেছে।



নিজের মূর্তির সামনে হার্দিক

সঙ্গে রয়েছে, বিপুল পরিমাণ প্রতিভা। দেশের ক্রিকেটে যে প্রতিভার কোনও অভাব নেই, তা বারবার বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাও প্রশংসা দিতে হয় ভারতীয় নির্বাচক কমিটিকে, যারা ভরসা রাখলেন এই তিন অবাধ্যের উপরে। ভরসা দিলেন তাঁদের। সুযোগ দিলেন আরও একবার জ্বলে ওঠার। অন্তত ক্রিকেট আর একবার প্রমাণ করে দিল... জীবন সবসময় দ্বিতীয় সুযোগ দেয়।

সিনেগ্রাফ ও ওটিটি গ্রাফ

আরও আনন্দ

সিনেগ্রাফ

আনন্দলোক





ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ

রক্ত স্রোতে সিক্ত মৃত্যু উপত্যকাপরিচালনা: আদিত্য ধর অভিনয়: রণবীর সিংহ, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, রাকেশ বেদী, সারা অর্জুন, সঞ্জয় দত্ত6/10সিনেমা আসলে সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। বরাবর এমন সংজ্ঞাই দেও



কর্পূর

ভাল শুরু, শেষটা বড্ড দীর্ঘপরিচালনা: অরিন্দম শীলঅভিনয়: ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, অর্পণ ঘোষাল, ব্রাত্য বসু, কুণাল ঘোষ, অরিন্দম শীল5/10শিক্ষা দুর্নীতি এমন একটি বিষয়, যা অতীতে ছিল, আজও র

এই পাতায়:

ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ

27-Mar-2026, 12:01AM



রক্ত স্রোতে সিক্ত মৃত্যু উপত্যকা

পরিচালনা: আদিত্য ধর

অভিনয়: রণবীর সিংহ, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, রাকেশ বেদী, সারা অর্জুন, সঞ্জয় দত্ত

সিনেমা আসলে সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। বরাবর এমন সংজ্ঞাই দেওয়া হয় বড়পর্দার যে-কোনও ছবি কিংবা তথ্যচিত্রকে। কিন্তু এই প্রতিচ্ছবি শুধু বার্তা প্রদান করে না, প্রভাবিতও করে দর্শককে। তাই দর্শককে কী দেখানো হবে, কতটা দেখানো হবে এবং তা আদৌ দেখানো উচিত কি না, সেই দায় বর্তায় নির্মাতাদের উপরেই। 'ধুরন্ধর'-এর নতুন পর্ব নিয়ে লেখার আগে 'প্রভাবিত', 'প্রচার' এই শব্দগুলোয় খানিক প্রলেপ দেওয়ার দরকার। কারণ এই ছবি শুধুই 'আরাম' দেবে ভারতীয়দের মস্তিস্ককে, প্রশ্রয় দেবে সুপ্ত আকাঙ্খাকে। প্রথম পর্ব দেখার পর 'জসকিরত সিংহ রঙ্গী' (রণবীর সিংহ) ওরফে 'হামজ়া আলি মাজ়ারি'-কে নিয়ে প্রশ্ন ছিল হাজার। 'লিয়ারি'র পরবর্তী বাদশা-কে হবে, দেখার বাসনা ছিল। এই পর্বের শুরুতেই মিলে যাবে সেই সব উত্তর। শুধু লিয়ারি নয়, লিয়ারি-করাচি-বালুচিস্তান সব জায়গায় হামজ়ার দাপট দেখবে দর্শক। সত্যতার মোড়কের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই 'হামজ়া-রাজ' নিয়ে প্রশ্ন উঠবে হাজার। কিন্তু চিত্রনাট্য এতটাই টানটান যে, 'পৌনে চার ঘণ্টা'-কেও অতি দীর্ঘ মনে হবে না। আর টানটান চিত্রনাট্যে শাণ দিয়েছে রণবীর সিংহের অভিনয়। দুই অবতারেই তিনি শ্রেষ্ঠ। ঠিক যে-যে ভাবে চিত্রনাট্য বদলেছে, চরিত্রকেও ঠিক সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। কখনও ঘরের ছেলে জসকিরত হয়েছেন, কখনও করাচির বাদশা হামজ়া। ক্রোধ, আক্রোশ, স্নেহ, ভালবাসা সবটাই যেন তাঁর চোখে লেখা। এই ছবির পর রণবীরের গগনচুম্বী চাহিদা নিয়ে হয়তো কেউ প্রশ্ন তুলবে না। অর্জুন রামপালের অভিনয় ছবিতে আগুনের মতো। অ্যাকশন দৃশ্য হোক বা তাঁর শান্ত গলায় সংলাপ বলার ধরন, সবটাই উপভোগ্য। অভিনয়, অভিনেতাদের যথাযথ বিশ্লেষণের সঙ্গে বলে রাখা ভাল, বড় সাহেব আসলে কে, সেই প্রশ্নের উত্তর পাবে দর্শক। চমক রয়েছে , তবে তা তারকাখচিত নয়। গত বারের চেয়ে সঞ্জয় দত্ত কিছুটা বেশিই জায়গা পেয়েছেন এবং তার উপযুক্ত ব্যবহার করেছেন। অজয় সান্যাল (অজিত ডোভালের নাম পরিবর্তিত করে)-এর চরিত্রে আর.মাধবনের অভিনয় প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু বলার নেই। চমৎকার। কিন্তু আদতে এই চরিত্রটির সঙ্গে কেন্দ্র-রাজনীতির যে যোগ দেখানো হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। কাউকে মহান দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রোপাগান্ডাকে

প্রতিষ্ঠিত করা দর্শকের হতাশার কারণ হতে পারে। আর তা ধরতে না পারলে, উৎসাহেরও। দীর্ঘ ছবিতে মুখে হাসি ফোটায় রাকেশ বেদীর অভিনয়। সারা অজুর্নের পরিসর কম হলেও, তাঁর উপস্থিতি তুমুল রক্তারক্তির ছবিতে মরুদ্যানের মতো।

গোড়ায় 'প্রভাবিত', 'প্রচার' এই শব্দগুলো ব্যবহারের কারণ, চিত্রনাট্য টানটান রাখার খাতিরে বা দর্শককে যথাযথ মনোরঞ্জন দেওয়ার তাগিদে এই দুটো শব্দের উপর ভর করা কখনওই উচিত নয়। এই ছবি সেটাই করেছে। কাটছাঁটের পর প্রায় ২১ টা দৃশ্য নাকি বাদ পড়েছিল। নৃশংস দৃশ্যের আধিক্য আর ব্যবহৃত সংলাপ দেখে আদৌও কতটুকু কী বাদ পড়েছে, তা বোধগম্য হয় না। নোটবন্দির মতো বিষয়কে যে আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে এবং তা দেখে হলভর্তি দর্শক আনন্দে যেভাবে হাততালি দিয়েছে, তাতে প্রামাণ হয়, সত্যির সঙ্গে মিথ্যে মেশালে আদতে তা কতটা সাংঘাতিক হতে পারে। নৃশংসতাকে যে-যে ভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে, গায়ে কাঁটা দেবে। মৃত্যুকেও যে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা যায়, এই ছবির চরিত্ররা তার প্রমাণ। যেন ছবি জুড়ে দেওয়া হয়েছে শত্রুকে নৃশংস ভাবে হত্যা করার টিউটোরিয়াল! যাতে রয়েছে অভিনব সব পন্থা। তা-ও কিছু ক্ষেত্রে নৃশংসতায় ভরা খুনের দৃশ্যগুলোয় বাস্তবতার ছোঁয়া তেমন নেই। বরং অনেক সময়ই তা বিরক্তির পর্যায়ে চলে যায়। দেহ থেকে মাথা আলাদা করে দেওয়ার দৃশ্য হোক বা জনসমক্ষে তা নিয়ে ফুটবল খেলার দৃশ্য, একজন ভারতীয় এজেন্টের সাফল্যকে গ্লোরিফাই করার চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় এই ছবি। জানা নেই, আদৌও কোনও ভারতীয় এজেন্ট করাচির বাদশা হয়েছিল কি না, একা হাতে এত লোককে নিকেশ করেছিল কিনা! আদৌও কোনও ভারতীয় এজেন্ট ৪৫ বছর ধরে পাকিস্তানে ঘর করেছে কি না, আদৌও কোনও এজেন্টকে ভারত স্বীকৃতি দিয়ে ফিরিয়ে এনেছে কি না! হয়তো প্রশ্নগুলো রয়েই যাবে। কিংবা চাপা পড়ে যাবে মৃত্যুর সিকোয়েলের ভিড়ে। তবে এসব যখন তৃপ্তি দিয়েছে দর্শককে, তবে তো এই ছবি অবশ্যই সার্থক। ব্যবসাও তেমনটাই বলছে। ক্যামেরার কাজ, গ্রাফিক্স নিখুঁত। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে যায়। বিশেষত অর্জুন রামপাল এবং রণবীরের সিংহের একান্ত দৃশ্যগুলিতে। শাশ্বত সচদেবের মিউজিক, বিজিএম এই ছবির অন্যতম সম্পদ। পুরনো হিট হিন্দি

গানগুলিকে নতুন মোড়কে পরিবেশনের শৈলীকে শাশ্বত অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন। তবে সেখানেই থেমে না থেকে, প্রথম পর্বের মতো দু’-একটা মৌলিক গান পেলে আরও ভাল লাগত। এডিটরের কাঁচি আর একটু নির্মম হতে পারত। ‘কন্টিনিউইটি’র অভাবও বেশ চোখে লাগে। তবে ‘ধুরন্ধর’ ঠিক সেটাই দেখায়, যা আম-ভারতীয় দেখতে চায়। তার সঙ্গে বাস্তবের মিল থাকুক বা না থাকুক!

কর্পূর

27-Mar-2026, 12:01AM



ভাল শুরু, শেষটা বড্ড দীর্ঘ

পরিচালনা: অরিন্দম শীল

অভিনয়: ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, অর্পণ ঘোষাল, ব্রাত্য বসু, কুণাল ঘোষ, অরিন্দম শীল

5/10

শিক্ষা দুর্নীতি এমন একটি বিষয়, যা অতীতে ছিল, আজও রয়ে গিয়েছে। এবার তা আগে বেশি ছিল নাকি এখন বৃদ্ধি পেয়েছে তা অবশ্যই তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু ‘কর্পূর’ ছবিতে পরিচালক অরিন্দম

শীল স্বাভাবিকভাবেই কোনও তর্কে না গিয়ে ফোকাস রেখেছেন শুধুমাত্র ২০-২৫ বছর আগে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। সেই সময়ে কোন সরকার ছিল, সেটা আরও প্রকটভাবে দর্শকের মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য একাধিকবার লাল পার্টির পতাকাও ক্যামেরার ফ্রেমে রেখেছেন। প্রোপাগান্ডা ছবি বা শাসকগোষ্ঠীকে তুষ্ট রাখার প্রয়াস শুধুমাত্র বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নয়, বলিউডেও আমরা প্রায়ই দেখে থাকি। তবে এটাকে পাশে সরিয়ে রেখে যদি অরিন্দম শীলের 'কর্পূর' ছবিটির বিশ্লেষণ করতে বসি, তাহলে প্রথমেই বলতে হয়, এই ছবির প্রাণভোমরা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। গোটা ছবি জুড়ে তাঁর সহজাত এবং নিঁখুত অভিনয় মুগ্ধ করে। 'পারমিতার একদিন', 'দহন'- এর পাশাপাশি ঋতুপর্ণার মনে রাখার মতো অভিনয়ের তালিকায় 'কর্পূর'ও জ্বলজ্বল করবে। তবে এর জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য পরিচালক অরিন্দম শীলেরও। তিনি যেভাবে তাঁর অভিনেতাকে ব্যবহার করেছেন, তা তারিফযোগ্য। ছবির গল্প ১৯৯৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মৌসুমী সেনের (ঋতুপর্ণা) সঙ্গে প্রায় ৫০ কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারি এবং তার নিখোঁজ হওয়া নিয়ে। সেই সময়ে অনেকেই বলেন, তিনি লন্ডনে পালিয়ে গিয়েছেন! অনেকে ধরে নেন, তিনি গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে হারিয়ে যান। ক্রাইম বিটের সাংবাদিক অনুপম রায় (অর্পণ) ও তার সহকর্মীর প্রচেষ্টায় ২০ বছর আগে মৌসুমী সেন অন্তর্ধান রহস্যের ফাইল আবার খোলা হয়। ঘটনায় অন্তর্ভুক্ত হয় প্রাক্তন সরকারের প্রভাবশালী নেতা নিলয় বিশ্বাস (সাহেব চট্টোপাধ্যায়), গোয়েন্দা দপ্তরের প্রাক্তন অফিসার রাখহরি গোস্বামী (ব্রাত্য বসু), রাজনীতিবিদ শঙ্কর মল্লিক (কুণাল ঘোষ), মৌসুমীর স্বামী সুখেন সেন (অরিন্দম শীল) এবং আরও অনেকে। ছবির প্রথমার্ধ বেশ টানটান এবং দর্শককে সিটে বসিয়ে রাখতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় অর্ধে গিয়ে ছবির গতি বাড়ে, বাড়ে রহস্যও। কিন্তু শেষের দিকে গিয়ে ছবিটি খেই হারিয়ে ফেলে এবং পরিচালক অযথা ছবিটিকে টানতে থাকেন। ক্লাইম্যাক্স অনায়াসে মিনিট দশেক কমানো যেত। এছাড়া ফ্ল্যাশব্যাকে অরিন্দমের পরচুল ভারী অদ্ভুত দেখায়। ছবির শেষের দিকে একাধিক টুইস্ট আছে, যা অবশ্যই বাড়তি পাওনা। তবে ঋতুপর্ণার পাশাপাশি অভিনয়ের ক্ষেত্রে ব্রাত্য বসু, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, অর্পণ ঘোষাল, কুণাল ঘোষকে প্রশংসা করতেই হবে। সকলেই দুরন্ত অভিনয়

করেছেন। রথীজিৎ ভট্টাচার্যের সুর মন্দ নয়। তবে সংলাপ ভৌমিকের সম্পাদনা নিয়ে আক্ষেপ থেকে যায়।

আরও আনন্দ

OTTগ্রাফ

আনন্দলোক





জ্যাজ় সিটি

ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়পরিচালনা: সৌমিক সেনঅভিনয়: অরিফিন শুভ, সৌরসেনী মৈত্র, শান্তনু ঘটক, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, শতাফ ফিগার, তানিকা বসু, সায়নদীপ সেনগুপ্ত, আলেকজান্দ্রা টেলর5/10বাংলাদেশের মুক্তিযু



অ্যাসপিরেন্টস ৩

তৃতীয়ই সেরা পরিচালনা: দীপেশ সুমিত্র জগদীশঅভিনয়: নবীন কস্তুরিয়া, যতীন গোস্বামী, সানি হিন্দুজা, নমিতা দুবে, তেংগাম সেলিন7/10টিভিএফ নির্মিত ‘অ্যাসপিরেন্টস’ সিরিজ়টি তৃতীয় সিজ়নে এসে সিস্টেমকে চ্যালে



ঠাকুরমার ঝুলি

রহস্য জমাট বাঁধে নাপরিচালনা: অয়ন চক্রবর্তীঅভিনয়: শ্রাবন্তী, দিব্যাণী মণ্ডল, রাহুল, দেবরাজ ভট্টাচার্য4.5/10আটটি এপিসোডের এই সিরিজ়ের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল অরিজিনালিটির অভাব। মুখ্য চরিত্র গিরিজাবা



হ্যালো বচ্চোঁ

স্বপ্নপূরণের গল্পপরিচালনা: অভিষেক যাদবঅভিনয়: বিনীত কুমার সিংহ, বিক্রম কোচ্ছার, অনুমেঘা জৈন, গিরীজা ওয়াক, চিত্রাংশ রাজ5.5/10টিভিএফের সিরিজ় মানেই প্রত্যাশ্যার পারদ উর্দ্ধগামী। শেষ কয়েক বছরে ‘কোটা ফ্

এই পাতায়:

আনন্দলোক

জ্যাজ় সিটি

27-Mar-2026, 12:01AM



জ্যাজ় সিটি

ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়

পরিচালনা: সৌমিক সেন

অভিনয়: অরিফিন শুভ, সৌরসেনী মৈত্র, শাশ্বত্তনু ঘটক, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, শতাফ ফিগার, তানিকা বসু, সায়নদীপ সেনগুপ্ত, আলেকজান্দ্রা টেলর

5/10

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান স্মরণ করিয়ে দেয় ‘জ্যাজ় সিটি’। বেশ জোর করেই। এমনিতে ’৭০ এবং ’৭১-এর এই যুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত পশ্চিম-পাকিস্তানের বর্বরতায় বিধ্বস্ত পূর্ব-পাকিস্তানকে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম দেয়, পশ্চিমের জিন্নার চেয়ে পূর্বের মুজিব ঢের ভাল... এই ন্যারেটিভকে পার্ক স্ট্রিটের জ্যাজ় সিটি নামক পানশালায় নিয়ে আসেন সৌমিক সেন। সেখানকার সুবিধেবাদী ও পুঁজিবাদী মালিক জিমি রায় (অরিফিন) প্রাক্তন প্রেমিকা শীল বসুর (সৌরসেনী) প্রভাবে এবং ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স কর্মীর চাপে পড়ে হঠাৎ বাংলাপ্রেমী হয়ে ওঠে। সোনি লিভ প্ল্যাটফর্মে ‘রকেট বয়েজ়’ এবং ‘ফ্রিডম অ্যাট মিড নাইট’ যে জঁরের যাত্রাপথ তৈরি করেছে, তাতে ‘জ্যাজ় সিটি’ নতুন সংযোজন, তবে দুর্বলতম। দুর্ভিক্ষ, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, ভিটেহারাদের লড়াইকে গান এবং স্টাইলের রোদচশমা দিয়ে দেখিয়েছেন পরিচালক, যা গল্পের গতিময়তাকে বাধা দেয়। ১০ পর্বের সিরিজ়ে ধৈর্য রাখা মুশকিল হয়ে যায়। বাংলাদেশের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সাকিনা বিবি এবং তার প্রেমিকের অন্তর্ধানের পর্বটি বেশ ভাল। শ্রেয়া ভট্টাচার্য এবং অনিরুদ্ধ গুপ্ত সেখানে দারুণ। এই সিরিজ়ের কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশের অভিনেতা অরিফিন শুভ। চুল, হাসি, স্মার্টনেসে জিমি রায় ‘চৌরঙ্গী’র উত্তমকুমারকে মনে করানোর জন্যই তৈরি করেছেন পরিচালক এবং শুভ তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভাল লাগে সম্ভ্রান্ত অথচ মাটির কাছাকাছি শীলার চরিত্রে সৌরসেনীর অভিনয়ও। এ ছাড়াও শান্তনু, তানিকা, শতাফ, সায়নদীপ, আলেকজ়ান্দ্রা নিজ নিজ ভূমিকায় ভাল অভিনয় করেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পরই রবীন্দ্রসঙ্গীত (বাংলার প্রতি একটা আনুগত্য রেখে) এবং জ্যাজ় ঢোকানোর ফলে মুহূর্তরা লঘু হয়ে যায়। ‘ও আমার দেশের মাটি’ বাদে কোনও গান মনে দাগ কাটে না। বাংলার গল্প, প্ল্যাটফর্মে কনটেন্টের প্রাথমিক ভাষাও বাংলায় লেখা, বাঙালি অভিনেতাদের কাস্ট... তা সত্ত্বেও সিরিজ়ের সংলাপে হিন্দি এবং ইংরেজি অনেক। এর কারণও ঠিক বোঝা গেল না। তবে হ্যাঁ, অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের সমসাময়িক বাংলা কনটেন্টের তুলনায় ‘জ্যাজ় সিটি’ বেশ অনেকটা এগিয়ে থাকবে।

আরও আনন্দ

আনন্দলোক

অ্যাসপিরেন্টস ৩

27-Mar-2026, 12:01AM



তৃতীয়ই সেরা

পরিচালনা: দীপেশ সুমিত্র জগদীশ

অভিনয়: নবীন কস্তুরিয়া, যতীন গোস্বামী, সানি হিন্দুজা, নমিতা দুবে, তেংগাম সেলিন

7/10

টিভিএফ নির্মিত ‘অ্যাসপিরেন্টস’ সিরিজ়টি তৃতীয় সিজ়নে এসে সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। ইউপিএসসি অ্যাপিরেন্ট অভিলাষ শর্মা (নবীন) পঞ্চমবারে গিয়ে ইন্ডিয়ান রেভেনিউ সার্ভিসে সুযোগ পায়। কিন্তু আর এক বছর রিপিট করে তার স্বপ্ন আইএএস-এর জন্য র‍্যাঙ্ক উন্নত করার প্রস্তুতিতে। সে সফল হয় দর্শক জানেন, কারণ আগের সিজ়নগুলোতে সে রামপুরের ডিএম হিসেবে সামনে এসেছে। সিরিজ়ের টাইমলাইন কখনও বর্তমান সময়ে, কখনও ২০১৪-তে ফিরে যায়। এই সিরিজ়টির প্রথম দু’টি সিজ়ন ন্যায়নিষ্ঠতা, সিভিল সার্ভিসের উজ্জ্বল দিক, বা এক

ছাত্রের সাফল্যের দিকে আলোকপাত করেছিল। সেখানে মহিলা অ্যাসপিরেন্টরা পুরুষদের আড়ালেই স্ত্রী বা বান্ধবী হয়ে থেকে যায়। তবে তৃতীয় সিজ়নে গিয়ে প্রোটাগনিস্ট অভিলাষ সিস্টেমের গণ্ডগোলে ফাঁসে, সম্ভলের ডিএম পবনকুমারের (যতীন) সঙ্গে ইগোর লড়াইয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতার সাহায্য নিতে সে পিছপা হয় না। এই সিজ়নে সন্দীপ ওলহান (সানি) চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় অভিলাষের জীবনে। উঠে এসেছে ইংরেজি এবং হিন্দি মিডিয়ামের অ্যাসপিরেন্টদের পারস্পরিক বিদ্বেষ, হীনমন্যতার সত্যও। কীভাবে একজন আইপিএস এবং আইএএস-এর প্রেমের সম্পর্কও কেজো হয়ে শীতল হয়ে যায়, কতটা প্রোটোকলের বেড়াজাল তাদের ঘিরে ফেলে, সব দেখানো হয়েছে।। নবীন কস্তুরিয়া ছাড়াও এই সিজ়নে প্রশংসনীয় সানি হিন্দুজা এবং অবশ্যই যতীন গোস্বামীর অভিনয়। এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে যে মানসিক দোলাচল ক্রমাগত চলতে থাকে, তা মূর্ত করে তোলেন এই তিন অভিনেতা। সিজ়নের শেষটি একটি দুঃখজনক ঘটনা দিয়ে শেষ হলেও আশা দেয়। দুর্নীতিগ্রস্ত দুনিয়ায় কিছু সিভিল সার্ভেন্ট সত্যের প্রতি অনুগত এবং দেশের উন্নতির প্রতি কর্তব্যপরায়ণ দেখে নিশ্চিন্ত লাগে। এখানেই তৃতীয় সিজ়নে এসে সফল ‘অ্যাসপিরেন্টস’।

আরও
আনন্দ

ঠাকুরমার ঝুলি

27-Mar-2026, 12:01AM



রহস্য জমাট বাঁধে না

পরিচালনা: অয়ন চক্রবর্তী

অভিনয়: শ্রাবন্তী, দিব্যাণী মণ্ডল, রাহুল, দেবরাজ ভট্টাচার্য

4.5/10

আটটি এপিসোডের এই সিরিজের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল অরিজিনালিটির অভাব। মুখ্য চরিত্র গিরিজাবালা সান্যালকে (শ্রাবন্তী) অনেকটাই ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত ‘শুভ মহরৎ’-এর রাখি গুলজ়ারের রাঙাপিসি-র মতো দেখতে এবং শুনতে লাগে। এমনকি এই সিরিজ়ের ক্লাইম্যাক্সের সঙ্গেও ‘শুভ মহরৎ’-এর ক্লাইম্যাক্সের টোনের অনেকটা মিল রয়েছে। গল্পে পরিচালক অয়ন চক্রবর্তীর উপস্থাপনায় গ্ল্যাম নায়িকা শ্রাবন্তীকে ষাটের কোঠায় এক বয়স্ক মহিলার চরিত্রে দেখা

যায়। গিরিজাবালা বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য সে পরিচিত। অল্প বয়সে স্বামীকে হারায়, পরবর্তীকালে ছেলেকেও হারায়। কথা কম বলে, কিন্তু মানুষ এবং পরিস্থিতি বোঝার এক অসামান্য ক্ষমতা রয়েছে তার। বাড়িতে তার সঙ্গী বলতে তিন বিড়াল, হরি, বেলা ও ফন্টে। গিরিজাবালার নাতনি যাজ্ঞসেনী (দিব্যাণী) বিদেশ থেকে দেশে ফেরে। ক্রিমিনাল সাইকোলজি নিয়ে সে বাইরে পড়াশোনা করে। বিষ্ণুপুরে গিরিজাবালাদের প্রতিবেশী সিংহ রায় পরিবারের মেয়ে আম্রপালী যাজ্ঞসেনীর বন্ধু। আম্রপালীর বিয়েতে যোগ দিতেই দেশে ফেরে যাজ্ঞসেনী। সিংহ রায় পরিবার পলিটিক্যালি খুব প্রভাবশালী। বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন, বর-বউয়ের শুভ দৃষ্টির সময় আম্রপালী মাথা ঘুরে পড়ে যায় এবং তার আকস্মিক মৃত্যু হয়। পরিবারের অনেকে ব্যাপারটিকে নিছক দুর্ঘটনা বলে চালাতে চাইলেও, গিরিজাবালা জোর দেয় এটা শুধুই দুর্ঘটনা নয়, ময়নাতদন্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। রিপোর্ট আসে, আম্রপালীর রক্তে বিষ ছিল। পুলিশের পাশাপাশি দিদা-নাতনি, অর্থাৎ গিরিজাবালা ও যাজ্ঞসেনীও তদন্তে নামে। গোটা সিরিজ় জুড়ে গল্পের মধ্যে রহস্য এলিমেন্ট থাকলেও, ঠিকমতো এগজ়িকিউশনের অভাবে কখনওই সিরিজ়টি মনে দানা বাঁধে না। পুরোটাই কেমন যেন খাপছাড়া লাগে। এছাড়া শ্রাবন্তীর অভিনয় বেশ মেকি। জোর করে প্রবীণ সাজা আর সহজাতভাবে চরিত্রটি অভিনয় করার মধ্যে তো বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে রাহুল, দিব্যাণী, দেবরাজ মন্দ নয়। তবে রহস্য গল্পের যেটা মূল হাতিয়ার, অর্থাৎ রহস্য উপাদান, সেটাই ঠিকমতো তুলে ধরতে ব্যর্থ অয়ন।

আনন্দলোক

হ্যালো বচ্চোঁ

হ্যালো বচ্চোঁ
27-Mar-2026, 12:01AM



স্বপ্নপূরণের গল্প

পরিচালনা: অভিষেক যাদব
অভিনয়: বিনীত কুমার সিংহ, বিক্রম কোচ্ছার, অনুমেঘা জৈন, গিরীজা ওয়াক, চিত্রাংশ রাজ

5.5/10

টিভিএফের সিরিজ় মানেই প্রত্যাশ্যার পারদ উর্দ্ধগামী। শেষ কয়েক বছরে ‘কোটা ফ্যাক্টরি’, ‘অ্যাসপিরেন্টস’-এর মতো সিরিজ়ের মাধ্যমে এই প্রত্যাশা আরও খানিক বেড়েছে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের শিক্ষামূলক সিরিজ়ের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। ‘হ্যালো বচ্চোঁ’ও সেই তালিকায় যুক্ত হল। এটি আসলে জনপ্রিয় এডুকেশন অনলাইন টিউটর ‘ফিজ়িক্সওয়ালা’ অর্থাৎ অলখ পাণ্ডের জীবনকাহিনি। তবে শুধু জীবনকাহিনি বললে ভুল হবে। ‘ফিজ়িক্সওয়ালা'র সঙ্গে যুক্ত আরও অনেক বাচ্চার সাফল্যের, স্বপ্নপূরণের গল্প তুলে ধরে এই সিরিজ়। ছোট ছোট কাহিনিগুলো মন

জয় করে নেয়। তা সে বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুই বন্ধু হোক বা পারিবারিক বেড়াজাল পেরিয়ে তৃপ্তির সাফল্যের গল্প কিংবা সেরার সেরা তকমা পাওয়া লক্ষ্য শর্মার পিছিয়ে পড়ার গল্প... প্রতিটিই যেন উপলব্ধির এক একটি ধাপ। এবং কোনওটাই গল্প কথা নয়। প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত অলখের মতোই। সিরিজ়ের শেষে যখন সেই সত্যিটা তুলে ধরা হয়, আরও ভাল লাগে দেখতে। তবে কাহিনি নির্মাণের প্রতি একটু যত্নশীল হলে বোধ হয় ভাল হত। কিছু ক্ষেত্রে পাঁচ পর্বের এই সিরিজ় বেশ ছন্নছাড়া মনে হয়েছে। বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেটি হঠাৎ করে শেষে 'ফিজ়িক্সওয়ালা'র দরবারে উচ্ছ্বাস করছে, অবাক লাগবে এরকম দৃশ্য দেখলে। এক সময়ের নেশাগ্রস্ত আদিত্য, এখন সফল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া। এতদূর পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু সেই কারণে তাঁর সাজপোশাক থেকে হাবভাবের আমূল পরিবর্তন চোখে লাগে। অভিনেতারা নিজেদের কাজের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল। রহস্য, রোমাঞ্চ আর নৃশংসতার ভিড়ে এরকম সিরিজ় সমাজে সদর্থক বার্তা বহন করে।

টলিটুকি

আরও
আনন্দ

আনন্দলোক

যদি কিছু আমারে শুধাও

লেটেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট মিস আঙুরলতা

27-Mar-2026, 12:01AM



‘মিছরির ছুরি’র মানে নিশ্চয়ই পাঠক জানেন। এই ছুরি চালাতে খুব দড় আমাদের টলিপাড়ার বাবু বিবিরা। মুখে হাসি রেখে কীভাবে অন্যের বুকে আমূল বিঁধে দিতে হয় এই কথা-ছুরি, তা জানে

সক্কলে। আর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বের করে এইসব কথার। এই যেমন কিছুদিন আগেই মিস শৈল শহরের ছুরিতে বিদ্ধ হয় হাঁটুবাবু। হাঁটু আবার ঝিঁঝি পোকার খেলায় খুব পাকা। কে কী পোশাক পরে এই খেলা খেলবে, তা ঠিক করতে সেদিন একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল হাঁটু। আর তাতে স্বাভাবিকভাবেই ডেকেছিল তার প্রেয়সী শৈলকে। সঙ্গে তালিকায় ছিল ঝিনুকমালাও। কিন্তু যা হয়, দুই নায়িকা তো... বেড়াল যুদ্ধ তো লাগবেই। কোন নায়িকা একটু দেরি করে পৌঁছবে, তা নির্ধারণ করতে দুই নায়িকাই অনুষ্ঠান স্থলের কাছে গাড়ি নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল, কিন্তু নামছিল না। পাছে সে অন্যের আগে পৌঁছে যায়! যাই হোক, ধৈর্যের পরীক্ষায় হেরে গিয়ে ঝিনুকমালা সেখানে আগে পৌঁছে যায় বটে, কিন্তু বোর হয়নি। কারণ এখন প্রায়ই তার সঙ্গে এক রহস্য পুরুষ থাকে। সে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল। এদিকে শৈলর রাগ হঠাৎ করে বেড়ে যায়। কারণ তাকে যে ঝিনুকের সঙ্গে রেষারেষি করতে হয়েছে! তাই তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে সেই হাঁটুবাবুর উপরেই। কেন ডাকবে সে ঝিনুককে! মিছরির ছুরিতে জর্জরিত করে দেয় সে প্রেমিককে।

অবশ্য এই ছুরি চালাতে মিস আমিআমিও কম যায় না। রাজ্যের শাসক দল থেকে দূরে সরে গিয়ে এখন তার মরি মরি অবস্থা। তাই সে দেশের শাসক দলের কাছে তদ্বির করেছিল, যাতে তাকে তার জন্মস্থান থেকে টিকিট দেওয়া হয়। এই নিয়ে দলের ছোট কর্মীদের সে বেশ কথাও শুনিয়েছে। দেশের দল তার মর্ম বুঝতে পারছে না বলে। কিন্তু কী আর করা যাবে। দেশের দল তার এই অনুরোধে কর্ণপাতও করেনি। তাই এখন সে যার কাছে পারছে, মিষ্টি কথায় শ্লেষে বিধঁছে সকল দলকে। সে আসলে ভীষণ নির্মোহে বিশ্বাসী, পদে লোভ নেই, তাই তো সে সমস্ত অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়েছে... এই সব আর কী। আসলে মিস আমিআমিকে কে বোঝাবে, এই আলোময় জগতে, সকলেই নির্মোহ জীবনে বিশ্বাসী, তবে তা শুধু মুখে। আর সেই ‘সত্যি’ও সকলেই জানে।

আনন্দলোক

আরও আনন্দ

আনন্দলোক

আমাদের সম্বন্ধে

27-Mar-2026, 12:01AM

প্রচ্ছদ: রণবীর সিংহ

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by
Zahra Basrai on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 52, Issue 5th
RNI Regd No. 27039/74